রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১৮ পৌষ – ২৪ পৌষ, ১৪২৬ ঃ ৪ জানুয়ারি – ১০ জানুয়ারি, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 12, 4 January - 10 January, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: আগামী মার্চ মাসের মধ্যে মাঝেরহাটে নতুন ব্রিজের

কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানালেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেতুর কাজ খতিয়ে দেখে তিনি একথা বলেন। প্রসঙ্গত, রেল–রাজ্যের টানাপোড়েনে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল এর কাজ। শেষপর্যন্ত রেলমন্ত্রকের অনুমোদন মেলায় যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে সেতুটি।

রবিবার: নোটবন্দির দ্বিগুণ ক্ষতি হবে সিএএ,এনআরসি ও

এনপিআরে। সম্প্রতি এই অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর বক্তব্য, নোটবন্দির ক্ষতির চেয়েও কেন্দ্রের নাগরিকত্ব নিয়ে এই আইন বিপাকে ফেলবে দেশের সাধারণ মানুষকে।

সোমবার: ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হেমন্ত সোরেন

শপথ নিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। এই শপথ অনুষ্ঠানে হাজির থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, শরদ যাদব, সীতারাম ইয়েচুরি, তেজস্বী যাদবরা ইঙ্গিত দিলেন বৃহত্তর বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলতে ও কেন্দ্র বিরোধী অবস্থান নিতে তাঁরা তৈরি। যদিও এর আগে কলকাতায় মমতার ডাকে ইউনাইটেড ফ্রন্টের বিশাল সভা, কর্ণাটকে বিরোধীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও দিল্লিতে কামড় বসাতে ব্যর্থ হয়েছেন বিরোধীরা।

মঙ্গলবার: দেশের তিন বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন

ও প্রতিরক্ষা দফতরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সঙ্গে গঠিত হল নয়া পদ চিফ অফ ডিফেন্স। স্থলাভিষিক্ত হলেন দেশের সেনা প্রধান বিপিন রাওয়াত।

বুধবার: আপাত যুদ্ধংদেহী মনোভাবকে সাইডলাইনে রেখে

রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বছরের শেষ দিনে সাক্ষাত করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দুতরফেই একে সৌজন্য সাক্ষাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছে সে ব্যাপারেও মুখ খোলেন নি কেউই।

বৃহস্পতিবার: জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে

পরিশুদ্ধ ও আর্সেনিক মুক্ত জল পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য।

শুক্রবার: আগামী ১০ জানুয়ারি কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী। পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন তিনি। উল্লেখ্য, সিএএ ও এনআরসি নিয়ে দেশজুড়ে প্রবল আন্দোলনের আবহে এই প্রথম শহরে আসছেন তিনি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

মরতে বসেছে ইছামতী

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জীবনযাত্রার এক অন্যতম মাধ্যম ছিল ইছামতী নদী। কিন্তু বছরের পর বছর সংস্কারবিহীন হয়ে পড়ে থাকায় বর্তমানে সেই ইছামতী আজ মৃত্যু মুখে পড়তে চলেছে। স্থানীয় ইতিহাস অনুযায়ী নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত মাজদিয়ার পাবাখালিতে চূর্ণী ও মাথাভাঙা নদীর সংযোগস্থল থেকে জন্ম হয় ইছামতীর। তারপর প্রায় ২১০ কিমি বিস্তৃত হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদে ধামসা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। মাজদিয়ার স্থানীয় প্রবীন বাসিন্দারা জানান, অতীতে এই নদীতে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী নৌকো, লঞ্চ ইত্যাদি চলত। কিন্তু বর্তমানে ইছামতী তার উৎসমুখ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অথচ প্রায় পাঁচ দশক আগেও এখানে জোয়ার ভাঁটা খেলত। আজ তাদের কাছে সেসব কেবল স্মৃতি। উৎসমুখ পাবাখালি থেকে ফতেপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে উনিশ কিলোমিটার ইছামতীর নদীপথ আজ একেবারে জলশূন্য। মাজদিয়ার কুলের ঘাট দিয়ে রীতিমতো রাস্তা হয়েছে। সেখান দিয়ে গাড়ি ঘোড়া পর্যন্ত চলছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাসিন্দারা তা ব্যবহার করছেন। এমনকি শুকিয়ে যাওয়া এই নদীর বুকে বাড়িঘর বানিয়েও বসবাস করছেন অনেকেই। উৎসমুখে ইছামতীর

এই হাল হল কি করে? এ প্রসঙ্গে ইছামতী নদী সহায়তা কমিটির সম্পাদক সুভাষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'স্থানীয় মতে ব্রিটিশ আমলে পাবাখালিতে ইছামতীর উপরে একটি রেল ব্রিজ নির্মিত হয়েছিল। পরে একটি রেল দুর্ঘটনায় ব্রিজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯১০ সালে রেল সেতুটির সংস্কার করার সময়ে নদীতে বড় বড় অনেক বোল্ডার ফেলা হয়েছিল। যা আর তোলা হয়নি। এমনকি জলের চাপ সামলাতে একটি গার্ডওয়ালও দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে নদীর বুকে পলি জমতে জমতে উৎসমুখ জলশূন্য হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বাম আমলে নদীর জমি পাট্টা হিসেবে বিলি করা হয়েছিল। এ সমস্ত কারণেই ওই এলাকা জলশূন্য হয়ে পড়েছে।' সুভাষবাবু জানান, এই ইছামতী নদী সংস্কার সহায়তা কমিটির উপদেষ্টা মণ্ডলীর চেয়ারম্যান পদে আছেন সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায়, ভাইস চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন সেচ ও জলপথ দফতরের প্রাক্তন সচিব তথা নদী বিজ্ঞানী প্রবীর বসু, কার্যকরী সদস্য পদে আছেন বসিরহাটের সাংসদ নুসরত জাহান রুহি। সুভাষবাবু বলেন, নদিয়ার সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ষাঁড়াহাটি থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যাবেড়িয়া পর্যন্ত প্রায় ৬৫ কিলোমিটার নদীপথে কচুরিপানা জমে নদী চলমান শক্তি হারিয়েছে। এইসব এলাকায় মশাবাহিত রোগে লোক জর্জরিত। কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে সেই কচুরিপানা তুলে তা জৈব সারে পরিণত করে বিক্রির ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এক কথায় উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ মহকুমা জুড়ে নদীর করুণ অবস্থা।' ইছামতী নদী সংস্কার সহায়তা কমিটির উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কো–অর্ডিনটর বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'যমুনা নামক একটি শাখা নদীর উৎপত্তিস্থল হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে। এর ব্যাপ্তি প্রায় ৬০ কিমি। এই যমুনা নদী উত্তর চব্বিশ পরগণার চারঘাটের কাছে ইছামতীতে মিশেছে।

এই নদীটির উৎসমুখ এবং মোহনা এই দুটোই বর্তমানে বন্ধ।' বাসুদেববাবু আরও বলেন, 'ইছামতীর ২১০ কিমি বিস্তৃতির মধ্যে প্রায় ৩৭ কিমি অংশ বাংলাদেশের মধ্যে আছে। সেই অংশের সংস্কার প্রয়োজন।' সুভাষবাবু বলেন, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যামল মণ্ডল ২০১১ সালে ইছামতীর উৎসমুখের অবস্থা সার্ভে করান। সেই রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছেন। ইছামতী সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার একবার ৫২ কোটি ও পরবর্তীতে ৭২ কোটি টাকা দেয়। কিন্তু বিক্ষিপ্ত সংস্কারে কোনও কাজ হবে না। উৎসমুখ থেকে পুরো নদীটারই আমূল সংস্কার প্রয়োজন। না হলে ইছামতীকে বাঁচানো যাবে না। এবং পুরো জনপথটাই হারিয়ে যাবে। আর এমনটা হলে গোটা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাই বিপন্ন হবে।' তিনি আরও বলেন, 'সম্প্রতি রাজ্যের সেচমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে এই মর্মে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। তিনি খুব শীঘ্রই ইছামতী সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নাগরিকত্ব বিতর্কে উনিশের হিরো আদালতই ভরসা

ওঙ্কার মিত্র: মার্শাল উইন্ডমিলার এবং ওভারস্ট্রিট প্রণীত কমিউনিসম ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থের ২১৫ পাতায় লেখা আছে "The demand for muslim self determination for Pakistan is a just, progressive and national demand and is the positive-expression of the very freedom and democracy" বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়'মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বা 'পাকিস্তান'–এর দাবি একটি ন্যায্য, প্রগতিশল ও জাতীয়তাবাদী দাবি এবংতাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ইতিবাচক প্রকাশ।'

১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপলস্ ওয়ার'–এ অন্যতম কম্যুনিস্ট নেতা বিটি রনদিভে লিখলেন, "In consonance with the demands of justice and fair-play, they must have the completes liberty to build their own life, liberty sanctioned by the night to form a separate state if and when they choose." বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'ন্যায়সঙ্গত ভাবে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিচার করলে একথা মানতেই হবে যে, মুসলিমদের নিজস্ব ও জীবনভঙ্গিমা অনুসারে চলার জন্য, যখনই তারা চাইবে, একটা আলাদা রাজ্যগঠন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের অবশ্যই আছে।'

১৯৪২ সালের ২০ আগস্ট প্রকাশিত পিপলস্ ওয়ার–এ সিপিআই পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পিসি যোশী লিখলেন, 'স্বরাজ যেভাবে আমার

ভারতবর্ষ পিছনে ফেলে এসেছে তিনতালাকের মত অমানবিক প্রথা, কাশ্মীরের বিভেদ, রামমন্দির বাবরি মসজিদ বিতর্ক। গত বছরের দুই হিরো ভারতীয় সংসদ ও সুপ্রীম কোর্টের বুলডোজারে একের পর এক ভেঙে পড়েছে ভোট ব্যাঙ্কের ইমারত।

জন্মগত অধিকার, পাকিস্তানও মুসলমানদের কাছে ঠিক একই অবিচ্ছেদ্য অধিকারের দাবি রাখে।'

১৯৪৩ সালে সিপিআই প্রকাশিত পাকিস্তান অ্যান্ড ন্যাশনাল ইউনিটিতে বলা হল জিন্না ও তাঁর মুসলিম লীগকে 'secular' বলে দাবি করে কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বলা হল যে পাকিস্তান কখনই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয় (Nothing to do with pan Islamism) এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তান হবে 'a secular state'.

শুধু এই চারটি উদাহরণ নয়, এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যায় ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সমর্থনে সেদিন কম্যুনিস্টরা কতটা সক্রিয় ছিল। এমনকি মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, দিনাজপুর এবং ত্রিপুরা নিয়ে পাকিস্তানের ম্যাপও তৈরি করেছিল কম্যুনিস্ট পার্টি।

এই কথাগুলো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল বর্তমানে সিপিআই পার্টির নাগরিকত্ব বিল বাতিলের দাবি নিয়ে আদালত মামলা করার সিদ্ধান্তে। সিপিআইয়ের মতে 'ধর্ম কোন নাগরিকত্বের ভিত্তি হতে পারে না, সংবিধান প্রণেতারা জাতীয় আইনসভায় বিতর্কের সময়ই তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন'। কিন্তু দেশভাগের ভিত্তি কেন ধর্ম হয়ে উঠেছিল তার উত্তর আজও দিতে পারেননি ডি রাজারা। এমনকি কেন সেদিন ধর্মভিত্তিক দেশ ভাগে তারা মদত দিয়েছিলেন তারও ব্যাখ্যা দেননি বা সেদিনের ভূমিকাকে ভুল বলে ঘোষণাও করেননি। অথচ বাস্তব এটাই যে দেশভাগের পর কম্যুনিস্ট নেতারা কেউই পাকিস্তানে বসত করতে যাননি বা পাকিস্তানকে ইসলামীকরণের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি। শুধু ভারতকে ধর্মের সেকুলার কাঁঠাল বানিয়ে খেয়ে গিয়েছেন। সেকুলার রাজনীতি জন্ম দিয়েছে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক, মুসলিম তাস প্রভৃতি শব্দবন্ধের।

এরপর পাঁচের পাতায়

বছরে বাকি ৪ কোটি ৭২ লক্ষ

অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: এক বছরে প্রায় ৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বকেয়া। কিন্তু তারপরেও নিশ্চয় যান এর মত জরুরি পরিষেবা চালু রেখেছেন এই

কাজের সাথে যুক্ত অ্যাম্বুলেন্স মালিক চালক এবং সহায়করা। এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পরিবারকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে তাদের। কিন্তু এরপরেও কোনরকম হেলদোল নেই রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের। মেটানো হচ্ছে না তাদের প্রাপ্য বকেয়া বিল। এই পরিস্থিতিতে কার্যত বাধ্য হয়েই সোমবার কোচবিহার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তরে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন এই পেশার সাথে যুক্তরা।

এদিন তাদের বকেয়া মেটানোর দাবিতে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপিও দেন তারা। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, আগামী ৭দিনের মধ্যে যদি তাদের বকেয়া মেটানো না হয়, তাহলে তারা কর্মবিরতির পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।

এদিন আন্দোলনকারীরা বলেন, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস শেষ হতে চললেও তাদের ১ বছরের বকেয়া বিল মেটানো হয়নি। নিজেদের ব্যক্তিগত জমি সহ স্ত্রীর গহনার বন্দক রেখে এই পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। অ্যাম্বুলেন্স চালকের বেতন, সহায়ক এর বেতন সহ জ্বালানি খরচ চালাতে গলদঘর্ম অবস্থা তাদের। কিন্তু তারপরেও মানবিকতার দিকে তাকিয়ে এই পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। গোটা জেলায় প্রায় ৯৬টি অ্যাম্বুলেন্স এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। এর সাথে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত অ্যাম্বুলেন্স মালিক, চালক এবং সহায়ক ও তাদের পরিবার নিয়ে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ। তারা বলেন, ২০১১ সাল থেকে ২০১৯ সালের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের এই জরুরি পরিষেবার কারণে প্রসূতি মা এবং শিশু মৃত্যুর হার কমেছে অনেকটাই। কিন্তু তারপরেও তাদের পাওনা মেটাবার ক্ষেত্রে চরম গাফিলতির করছে স্বাস্থ্য দপ্তর। তাই বকেয়া মেটানোর পাশাপাশি তাদের প্রতি মাসের বিল তাদেরকে প্রতিমাসে মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন তারা।

নিকাশি নালার দুর্গন্ধে জেরবার অঞ্চলবাসী

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়, জয়নগর : নির্মল ব্লকের পাশেই নোংরা আবর্জনায় নিকাশি নালা বুজে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সরকারি অফিসের কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ সবাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যাতায়াত করছে। এমনই ঘটনা দেখতে পাওয়া গেল জয়নগর ১নং ব্লকের বহড়ুতে। স্থানীয় বাসিন্দা অমরেন্দ্র দাস,ডাঃ আলমগীর হোসেন,আরশেদ মন্ডল,সত্যজিত গিরি সহ বেশ কয়েক জন জানালেন,আমরা এই দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পেতে স্থানীয় প্রধান ও বিডিও কে জানিয়েছি।এই পচা দুর্গন্ধ থেকে রোগ ছড়াচ্ছে। তাই আমরা এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চাইছি।স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেল,বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন একটি জলনিকাশি নালা বহড়ু বাজারের পিছন দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসের পাশ দিয়ে মগরাহাট অবধি চলে গেছে।এলাকার দোকান, বাজার ও আশেপাশের বসবাসকারী মানুষের ব্যবহার করা নোংরা আবর্জনা, প্লাসটিক এই জলনিকাশি নালায় ফেলা হয়। কোনওদিন পরিস্কার হয় না।

এমনকি ১০০দিনের কাজে গ্রামের অন্যএ কাজ হলেও এই নালা সংস্কার হয় নি বহুদিন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। একে সংস্কার হীন নালা,তার উপর নালার কিছুটা করে অংশ দখল হয়ে বাড়ি –দোকান তৈরি হয়ে যাচ্ছে।যার ফলে সারাবছর জল দাঁড়িয়ে থাকছে ও রোগের উপদ্রব বাড়ছে।এই নালার পাশ দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করছে।এই নালার কাছেই বিডিও অফিস,ভূমি সংস্কার অফিস,স্কুল পরিদর্শকের অফিস,প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অফিস,রেশন কার্ডের অফিস,পঞ্চায়েত সমিতির অফিস সহ বেশ কিছু অফিস আছে।

এ ব্যাপারে বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্নেয়াশিস নাইয়া বলেন, আমি পঞ্চায়েতের তরফে ওই জায়গাটা মাপ করিয়েছি। ওই জলনিকাশি নালাটা পাকাপাকি ভাবে সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে তৈরি করার ইচ্ছে আছে। এবং নিকাশি নালার উপর ঢাকা দেওয়ারও ইচ্ছে আছে। যাতে আর কেউ এখানে নোংরা না ফেলতে পারে সেটাও দেখা হচ্ছে।

প্রশাসনের নতুন চ্যালেঞ্জ

দুর্ঘটনামুক্ত গঙ্গাসাগর মেলা

কুনাল মালিক, আলিপুর : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলাকে ১০০ শতাংশ দুর্ঘটনা মুক্ত মেলা করতে রাজ্য তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন অনেক আগে থেকেই কোমর বেঁধে নেমেছে। গত ৩০ ডিসেম্বর আলিপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন ও জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ নানা তথ্য দিলেন। এবার মুড়িগঙ্গার ওপারে কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত মোট ২৩৫টি বাস চলবে। প্রতিটি বাসেই এসএলডি জিপিএস লাগানো থাকবে। গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং–এর ব্যবস্থা

করা হচ্ছে ১৫টি স্পিড লেসার গান থাকবে। ৩০টি কেন্দ্র থেকে গাড়ির ড্রাইভারদের 'ব্রিথ টেস্ট' বা শ্বাস–প্রশ্বাস পরীক্ষা করা হবে। কেউ মদ্যপান করে গাড়ি চালালে ধরা পড়ে যাবেন। ৪৫০ জন সাগরবন্ধু থাকছে বাস ও ভেসেলে যাত্রীদের সচেতন করতে। ৬০০ জন ড্রাইভার ও খালাসি থাকছেন। যাদের ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে ৩টি ক্যাম্প অফিস ও ৬টি ফ্লাইং স্কোয়াড থাকবে তীর্থযাত্রীদের নজরদারি করার জন্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

হরপ্পানগর ঢোলাবীরার ধ্বংসের কারণ ছিল খরা

বিশেষ প্রতিনিধি: হিমালয়ের বরফগলা জলে সমৃদ্ধ নদী সুপ্রাচীনকালে কচ্ছের রণের ওপর দিয়ে বয়ে যেত। কালের নিয়মে এই নদী ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়ার ফলেই হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম শহর ঢোলাবীরা ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতীয় গবেষকরা ঢোলাবীরা শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পিছনে এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন। গবেষকরা আরও দাবি করেছেন সুপ্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম শহর ঢোলাবীরা ওপর দিয়ে হিমালয়ের বরফগলা জলে সমৃদ্ধ কাল্পনিক নদী সরস্বতী বয়ে যেত। এই নদী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে শহরটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গবেষকদের এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য মর্যাদাপূর্ণ কোয়াটারনারি সায়েন্স জানার্লে প্রকাশিত হয়েছে।

সমীক্ষায় কাল্পনিক এই নদীর গতিপথ, জলবায়ু ও সভ্যতার সঙ্গে এই নদীর যোগসূত্র খাঁজোর চেষ্টা করা হয়। আইআইটি খড়গপুর, পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, ডেকান কলেজ, ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটারি এবং গুজরাটের সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন খতিয়ে দেখার পর জানিয়েছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সুপ্রাচীন হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সমীক্ষায় আরও প্রকাশ, থর মরুভূমির দক্ষিণ দিকে কচ্ছের রণে সেইসময় সিন্ধু ও তার শাখা–প্রশাখা এবং অন্যান্য নদ–নদীর জল রণে এসে পড়ত এবং রণ ও অন্যান্য নদ–নদীর তীরে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সময়ের কালপ্রবাহে এগুলি সবই ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটাই ছিল প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং তার প্রভাব পড়ছে হিমবাহ থেকে তৈরি হওয়া নদীর ওপর। কাল্পনিক সরস্বতী নদীর ক্ষেত্রেও জলবায়ুর প্রভাব পড়েছিল বলেই আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক এবং এই গবেষক দলের প্রধান অনিন্দ্য সরকার জানিয়েছেন।

গবেষকরা আরও জানিয়েছেন, ঢোলাবীরার বাসিন্দারাই ছিলেন ওই

অঞ্চলের প্রকৃত অধিবাসী যাদের অস্তিত্ব ছিল প্রায় ১ হাজার ৭০০ বছর। তারা এমন এক উন্নতমানের শহর গড়ে তুলেছিলেন যা প্রায় ৪ হাজার ৪০০ বছর টিকে ছিল। এমনকি জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও তারা অভিনব পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। এই শহর ৪ হাজার ৪০০ বছর টিকে থাকার পর প্রায় ৪ হাজার বছর আগে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই শহরের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পিছনে খরা জনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল বলেও গবেষকরা দাবি করেছেন।

যদিও ঢোলাবীরার বাসিন্দারা জল সংরক্ষণের জন্য বাঁধ, জলাধার এবং পাইপলাইন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপক খরা জনিত পরিস্থিতে তৈরি হওয়ার ফলে এইসব কাঠামো ভেঙে পড়ার দরুণ শহরটিও ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের এই ঘটনা কিভাবে পরিবেশ, পরিস্থিতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হল ঢোলাবীরা শহর। গবেষকদের আরও দাবি ভারতে যাবতীয় হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শনও ঢোলাবীরা শহরটি ধ্বংসের পরপরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এমনকি সেই সময়কার মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, চীন ও মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্যে সামাজিক অবক্ষয়েরও সূচনা হয় সেইসময়। ৪ হাজার ২০০ বছর আগে ভারতীয় ও পূর্ব এশিয়ায় বর্ষার মরশুমে যে পরিবর্তন আসে তার প্রভাব সমগ্র অঞ্চলে পড়ে। এই প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে ২৫০ বছর ধরে খরা জনিত পরিস্থিতি চলতে থাকে যার ফলে ঢোলাবীরা শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বলে ওয়েল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইক ওয়াকার দাবি করেছেন।

নমো–২ পর্বে ভিত গড়ছে শক্তিশালী বাজার

পার্থসারথি গুহ

দেশে সব কিছু অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও ভারতের শেয়ার বাজার কিন্তু নমো–রিটার্নসের পর সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ উচ্চতা তৈরি করে নিচে নামা শুরু করেছিল। ভারতীয় শেয়ার বাজারে হঠাৎ করেই নেমে এসেছিল বেয়ার অ্যাটাক।। তা বলে বুলরা ঘাবড়ে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন তা নয়। বরং তাঁরা মনে করছেন এতে আসলে শাপে বর হচ্ছে। কারণ, একটানা বাড়তে থাকা বাজার সূচকের স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনওকালেই খারাপ নয়। তাছাড়া লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর ঢের আগেই বাজার তুঙ্গী হয়ে জানান দিয়েছিল চর্বি জমার কথা। সুতরাং যা হওয়ার তাই হয়েছে কারেকশন। রোজই নেমেছে বাজার, সূচকের পতনে উদ্বিগ্ন হয়েছেন লগ্নিকারীরা। ১২ হাজারের উচ্চতা থেকে নিফটি প্রায় ৮০০ পয়েন্টের বেশি পতন ঘটিয়েছে। শতাংশের হিসেবে ৭–৮ শতাংশ। সেই জায়গা থেকে ফের প্রত্যাবর্তন শুরু হওয়ার পর নিফটি ১২ হাজারের মাইলস্টোনের ওপর খেলাধুলো করছে। বহালতবিয়তে নতুন একটি রেকর্ডও গড়ে ফেলেছে নিফটি।

এই জায়গা থেকে ব্যাকগিয়ার দিয়ে নিফটি বড়জোর ১১ হাজার ছুঁতে পারে বলে ধারনা বিশেষজ্ঞদের। তারপর হয়তো ইউটার্ন ঘটবে। কারণ, এখনও যেসব রসদ হাতে আছে তার ওপর ভর করে বেশিদিন নিচে থাকা যায় না। তা বলে হয়তো ধেই ধেই করে এখনই নাচ দেখাবে না সূচক। কিন্তু লড়াই এবার শুরু হওয়ার মুখে। অর্থাৎ প্রতিরোধের এই অধ্যায়ে প্রত্যাঘাত করতেই পারে বুলরা। সেজন্যই হয়তো দাঁতে দাঁতে চেপে রয়েছেন এই বুল বাবাজিরা। তবে মিডক্যাপ যেভাবে এখনও গোত্তা খেয়ে নিচে পড়ে রয়েছে তা অগণিত বিনিয়োগকারীকে স্বস্তি পেতে দিচ্ছে না। এই অচলাবস্থা

অর্থনীতি

কাটবে কিভাবে জল্পনা চলছে তা নিয়েই। আশু সমাধান হয়তো নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, সূচকের এই অংশ টাইম ওয়াইজ কারেকশন করছে এখন। এটা হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে শেষ হবে। তারপর টপ গিয়ার নেবে মিডক্যাপ।

যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি গত মার্চ–এপ্রিলের, অগস্ট–সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকের অভূতপূর্ব সাফল্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

এতদিন হয়েছে কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থেকেছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হয়েছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন। তারপর তার দাম হু হু করে বাড়তে থাকল। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তো ভাগ্যকে দোষারোপ করবে যে কেউই। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। আর দুমদাম এর ওর কথায় শেয়ার কেনাবেচা করতে গেলে জুটবে লবডঙ্কা। সেটা বলার জন্য শেয়ার বিশারদ হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

রাজ্যে ৮ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন বছরে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে অন্তত ৮০০০ কনস্টেবল নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে রাজ্য সরকারের। সূত্রের খবর, জানুয়ারিতেই নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

২০২০–তে রাজ্যের পুরভোট। ২০২১–এ রাজ্য বিধানসভার ভোট। তাই পুরভোটের আগেই নিয়োগের প্রক্রিয়া অনেকাংশে এগিয়ে রাখতে চাইছে সরকার। সেক্ষেত্রে বিধানসভা ভোটের আগে, নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কনস্টেবল পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক। দৈহিক মাপজোক (পুরুষদের ক্ষেত্রে) : উচ্চতা ১৬৭ সেমি (গোর্খা, তফসিলি উপজাতি ও রাজবংশীয়দের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। বুকের ছাতি : না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (গোর্খা, তফসিলি উপজাতি এবং রাজবংশীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উচ্চতা ১৬০ সেমি (গোর্খা, তফসিলি উপজাতি এবং রাজবংশীদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। বয়স ও উচ্চতা অনুসারে ওজন হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হয় দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে সে খবর সবিস্তারে জানানো হবে।

জিপমারে ১৫০ নার্সিং অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫০ জন নার্সিং অফিসার নেবে জওহরলাল ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (জিপমারে)। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : JIP Admn-I/KKL/DR/1(1)/2019.

শূন্যপদের বিন্যাস : পোস্ট কোড ২১২০১৯। সাধারণ ৫৯, তফসিলি জাতি ২৩, তফসিলি উপজাতি ১২, ও বি সি ৪১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৫।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি বা সমতুল বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। সেই সঙ্গে ইন্ডিয়ান বা স্টেট নার্সিং কাউন্সিলে নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ হিসেবে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

বয়স : ২৭–১–২০২০ তারিখে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি–রা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

শুরুতে বেতন : ৪৪,৯০০ টাকা

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.jipmer.edu.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ : ২৭ জানুয়ারি।

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা কোর্স ভর্তি নিচ্ছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুল অব ভোকেশনাল স্টাডিজ। পড়ানো হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ একাধিক স্টাডি সেন্টারগুলিতে। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। পনানো হবে এই সকল পাঠকেন্দ্রে : (১) পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার অঞ্জলি আকাদেমি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, (২) মুর্শিদাবাদের নাজিরপুরের নাজিরপুর রেনবো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, (৩) জলপাইগুড়ির উল্লাডাবরির বিবেকানন্দ এডুকেশনাল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং (৪) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজির কলকাতা, মালদা ও খাতরা কেন্দ্রে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। কোর্স ফি : ৭,০০০ টাকা। আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হয়।

২০০ টাকার বিনিময়ে প্রসপেক্টাস সহ আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে স্টাডি সেন্টারগুলি থেকে। এ ছাড়া আবেদনকারীকে আরও ৩০০ টাকা (রেজিস্ট্রেশন ফি ১২৫ টাকা, অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট পি ১৭৫ টাকা) জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারি। স্টাডি সেন্টারগুলির ঠিকানা সহ খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.wbnsou.ac.in

তিন সামরিক বাহিনীতে কয়েকশো অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেনিং দিয়ে আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্সে কয়েকশো অফিসার নিয়েগে করা হবে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করতে পারেন। মেয়েরা আবেদন করবেন না। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এক্সামিনেশন (১), ২০২০–এর মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৯ এপ্রিল (রবিবার)

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে আর্মি শাখার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির এয়ারফোর্স ও ন্যাভাল ব্রাঞ্চ এবং ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ১০+২ ক্যাডেট এন্টির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিতে চলেছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষ আবেদন করতে পারেন।

বয়স হতে হবে সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯ বছরের মধ্যে।

দৈহিক মাপজোক : আর্মি ও নেভির ক্ষেত্রে ন্যূনতম উচ্চতা অন্তত ১৫৭ সেমি, এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। গোর্খা প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন। ৫ সেমি ফুলিয়ে বুকের ছাতির মাপ হতে হবে অন্তত ৮১ সেমি। আর্মি ও এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি ভালো ও খারাপ চোখের যথাক্রমে ৬/৬ ও ৬/৯ (দূরের) থাকতে হবে।

এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে চশমা থাকলে চলবে না এবং যাঁদের হাইপারমেট্রোপিয়া শুধু তাঁদের ক্ষেত্রেই ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। আর্মির ক্ষেত্রে মায়োপিয়া মাইনাস ২.৫ সেমি এবং হাইপারমেট্রোপিয়া (অস্টিগম্যাটিজমসহ) প্লাস ৩.৫ ডি–র মধ্যে হতে হবে। রং চেনার ক্ষমতা আর্মির ক্ষেত্রে সি পি–থ্রি (ডিফেকটিভ সেফ) এবং নেভি ও এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে সি পি ওয়ান মানের হতে হবে।

নেভির ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া এক চোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯ এবং চশমা সহ উভয় চোখে ৬/৬। মায়োপিয়া মাইনাস ০.৭৫ এবং

কাজের খবর

হাইপারমেট্রোপিয়া প্লাস ১.৫–এর মধ্যে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই লাল ও সবুজ রং চেনার স্বাভাবিক ক্ষমতা, স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি এবং নিখুঁত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থাকা দরকার। কোনওরকম দৈহিক ত্রুটি এই কাজের প্রতিকূল। এয়ারফোর্সে পাইলটের জন্য বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে পায়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে অন্তত ৯১ সেমি (সর্বোচ্চ ১২০ সেমি), থাইয়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে সর্বাধিক ৬৪ সেমি এবং বসে থাকা অবস্থায় উচ্চতা চাই অন্তত ৮১.৫ সেমি (সর্বোচ্চ ৯৫ সেমি)।

প্রার্থী বাছাই করা হয় লিখিত পরীক্ষা, ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হয় এই দুটি বিষয়ে : ম্যাথমেথিক্স, জেনারেল এবিলিটি। ম্যাথমেটিক্স মোট নম্বর ৩০০। জেনারেল এবিলিটি টেস্ট অবজেক্টিভ ধরনের। ম্যাথমেটিক্সের অংশে থাকে অ্যালজেব্রা, ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ডিটারমিন্যান্টস, ট্রিগোনোমেট্রি, অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি অব টু অ্যান্ড থ্রি ডায়মেনশনস, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ইক্যুয়েশনস, ভেক্টর অ্যালজেব্রা এবং স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোবাবিলিটি। জেনারেল এবিলিটি অংশের পার্টি ‘এ’–তে ইংরেজি (২০০ নম্বর) ও পার্ট ‘বি’–এ জেনারেল নলেজের (৪০০ নম্বর) প্রশ্ন থাকে। জেনারেল নলেজ অংশে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জেনারেল সায়েন্স, হিস্ট্রি, ফ্রিডম মুভমেন্ট, জিওগ্রাফি ও কারেন্ট ইভেন্ট বিষয়ক প্রশ্ন হবে। সব ক্ষেত্রেই ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকে। লিখিত পরীক্ষা ১৯ এপ্রিল। অন্যতম পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

লিখিত পরীক্ষার পরে হবে ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোন্যালিটি টেস্ট। দুই পর্বে পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে অফিসার ইন্টেলিজেন্স রেটিং টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ডেসক্রিপশন টেস্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে ইন্টারভিউ, গ্রুপ টেস্টিং অফিসার টাস্ক, সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ও কনফারেন্স। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে তবেই দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য ডাক পাওয়া যাবে।

নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রথমে ৩ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে। প্রথম আড়াই বছরের ট্রেনিং সবার ক্ষেত্রে একই। সফলরা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এসসি বা বি এসসি (কম্পিউটার) বা বি টেক (এয়ারফোর্স এবং নেভির ক্ষেত্রে) বা বি এ ডিগ্রি পাবেন। এরপর উইং অনুসারে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হবে যথাক্রমে আর্মির জন্য দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে, নেভির জন্য এঝিমালার ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে এবং এয়ারফোর্সের জন্য হায়দরাবাদের এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে। ১০+২ ক্যাডেট এন্টি স্কিমের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা সফলভাবে ট্রেনিং শেষে বি টেক ডিগ্রি পাবেন।

পেশাদারি ট্রেনিংয়ের সময় মাসে ৫৬,১০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। নিয়োগ হলে শুরুতে বেতনক্রম : ৫৬,১০০ – ১,৭৭,৫০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

কেবল অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.upsconline.nic.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৮ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। দুটি পার্টে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইনে আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জেপিজি ফর্ম্যাটে ৩–৪০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (জেপিজি ফর্ম্যাটে ১–৪০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ সাধারণত নগদ ১০০ টাকা জমা দেওয়া যায় পে ইন স্লিপের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। পে ইন স্লিপ ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। পার্ট টু রেজিস্ট্রেশনের সময় পে ইন স্লিপের প্রিন্ট আউট নেবেন। পে ইন স্লিপের প্রিন্ট আউট নেওয়ার পরের কাজের দিন ব্যাঙ্কে গিয়ে নগদে ফি জমা দেবেন। অথবা অনলাইনে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবার মাধ্যমে অথবা ভিসা বা মাস্টার বা রুপে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি দেওয়া যাবে।

অনলাইনে ফি জমা দিলে ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। তফসিলিদের এবং কর্মরত সৈনিক, প্রাক্তন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার, নন কমিশন্ড অফিসার এবং আর্মির অন্যান্য র‍্যাঙ্কের কর্মী এবং নেভি ও এয়ারফোর্সের সমতুল র‍্যাঙ্কের কর্মীদের সৈনিক স্কুলে পাঠরত ছেলেদেরও ফি লাগবে না।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার্থে এই নিয়োগ সংক্রান্ত খবর আগাম জানানো হল। আগ্রহী প্রার্থীরা বিস্তারিত তথ্যের জন্য ৮ জানুয়ারি থেকে চোখ রাখুন এই ওয়েবসাইটে : http://www.upsc.gov.in

রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হেল্পার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদে ৩৩ জনকে নেবে রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটি। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 2340/VI.

শূন্যপদের বিবরণ : অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ৩টি (সাধারণ)। নিয়োগ হবে বাংলা মাধ্যমে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণের প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে চাকরিতে যোগ দেওয়ার ৫ বছরের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষন প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা। শিক্ষাত যোগ্যতা মাধ্যমিক।

হেল্পার : ৩০টি (সাধারণ ৭, সাধারণ ই সি ৫, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ১, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ই সি ১, তফসিলি উকজাতি ১, ও বি সি – এ ২, ও বি সি – এ ই সি ১, ও বি সি – বি ২, ও বি সি – বি ই সি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট। বেতনক্রম : ৪,৯০০ – ১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

বয়স : উভয় ক্ষেত্রেই ১ – ১ – ২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই তফসিলি ও ও বি সি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। যে কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে দরখাস্তের বয়ান সরাসরি সংগ্রহ করতে হবে রিষড়া পুরসভার অফিস থেকে। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রার্থীর এক কপি ফটো, প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল, প্রার্থীর নাম ঠিকানা লেখা ও প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম সহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খামের ওপর প্রার্থী যে পদের (শিক্ষক শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে যে মাধ্যমের) জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ৪ জানুয়ারির মধ্যে সাধারণ ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Chairman, Rishra Municipality, 49/56/57, Rabindra Sarani, Rishra, Hooghly – 712 248. দরখাস্ত সরাসরিও জমা দেওয়া যাবে উপরোক্ত ঠিকানায়।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.rishramunicipality.org.

নিখরচায় তফসিলি শ্রেণিভুক্তদের প্রশিক্ষণ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : টাটকা এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের প্যাকেজিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সংস্থা। শুধুমাত্র তফসিলি প্রার্থীরাই আবেদন করবেন। প্রশিক্ষণের মেয়াদ সাত দিন ২ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

আগে এলে আগে ভর্তি পদ্ধতিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে। প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ঠিকানা : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং, ব্লক সি পি ১০, সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১। রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৭২১৯৯৩১ (বিধান দাস, ডেপুটি ডিরেক্টর), ৯৮৭৪২২২৩৯৬ (এন নটরাজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর), ৯৮৩০৫৭৮৩৫২ (শম্ভুনাথ সাহা, কো–অর্ডিনেটর)। বিশদ জানতে দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট : www.iip.in.com

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ জানুয়ারি – ১০ জানুয়ারি, ২০২০

মেষ : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আথির্ক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। ভ্রমণে বিদেশে পাড়ির সম্ভবনা।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর–স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। বিদেশ ভ্রমণে অশুভ যোগ।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে। প্রেমিকের থেকে প্রতারণার যোগ রয়েছে।

শব্দবার্তা ১৬১

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কোন সময়ে ৩। (আল.) যন্ত্রণা ৪। বিখ্যাত ৫। মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা ৭। কবিগান জাতীয় লোকসঙ্গীত বিশেষ ৯। ঠাট্টা–তামাসা ১১। কুশলতা, ফন্দি ১২। শামুক।

উপর–নীচ

১। স্বীকৃতিপত্র ২। উদাহরণ, রকম ৩। জিনিসের দাম ও কেনাবেচার নিষ্পত্তি ৬। রসায়ন–শাস্ত্রবিদ ৮। সাদা রঙের রসালো ফল ১০। (আল.) নিকৃষ্ট বা বাজে জিনিস।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৬০

পাশাপাশি : ২। অজরামর ৪। সমাজ ৫। গল্প ৬। দান ৭। খবর ৮। ছপ্পর ৯। টাকা ১০। খোলা ১১। কনক ১৩। কাননবালা।

উপর–নীচ : ১। খাস ২। অজগর ৩। রসান ৬। দায়ের ৭। খটকা ৮। ছলাকলা ৯। টাটকা ১২। কথা

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ইনফর্মেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স দফতরে ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আপার ডিভিশন ক্লার্ক পদে ৩০ জনকে নেবে রাজ্যের ইনফর্মেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স। নিয়োগ হবে ১ বছরের চুক্তিতে। প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট কাজ, অ্যাকাউন্টস ও অডিট সংক্রান্ত কাজের জ্ঞান থাকতে হবে। এর পাশাপাশি কম্পিউটারের ব্যবহার জানতে হবে। বেতন প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ১০ জানুয়ারির মধ্যে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.egiyebangla.gov.in

আতস কাঁচে

৭৫ টি তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও বড় সড়ো সাফল্য সুন্দরবন পুলিশ জেলার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঢোলাহাট থানা এলাকার ভগবানপুর থেকে ৭৫ টি তাজা বোমা উদ্ধার করল ঢোলাহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢোলাহাট থানা এলাকার ভগবানপুর এর বাসিন্দা নূর হোসেন মোল্লার বাড়ির সামনে খড়ের গাদায় বোমা মজুত রাখার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে হানা দেয়। ঘটনাস্থল থেকে ৭৫টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয় পরে সিআইডির বোম স্কোয়াডের বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাজা বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। ঘটনায় নূর হোসেন মোল্লা সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢোলা হাট থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হবে বলে জানানো হয়।

তালদিতে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রাস্তার পাশে খালে জলে এক বছর ৬০ বয়সের অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়ারসিং খালে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন সকালে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় বেশকিছু পথচারীর নজরে পড়ে বয়ারসিং খালে জলের মধ্যে একটি দেহ ভাসছে। আর এই দেহ ভাসতে দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পাশাপাশি সাতসকালে এই দেহ দেখতে প্রচুর ভিড় জমে যায় ঘটনাস্থলে। ক্যানিং থানার পুলিশ খবর পেয়ে খালের জল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তালদি বয়ারসিং খালের জল থেকে একটি বছর ৬০ বয়সের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তার পরিচয় জানা যায়নি। তবে কি ভাবে এমন ঘটনা ঘটল এবং ওই অজ্ঞাত ব্যক্তির ঠিকানা পরিচয় পেতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বিড়লাপুরে রাস্তা সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বিড়লাপুর অটো স্ট্যান্ড থেকে কালীপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থার এবার আমূল সংস্কার হতে চলেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের আর্থিক সহায়তায়। গত ২ জানুয়ারি চড়িয়াল মোড় এবং বিড়লাপুর অটো স্ট্যান্ডে দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাস্তা সংস্কারের উদ্বোধন হল। দুটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমন্ত বৈদ্য, বজবজ–১ ও বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি যথাক্রমে রিয়া হাজরা ও রীতা মিত্র, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী প্রমুখ। প্রসঙ্গত বিড়লাপুর মোড় থেকে কালীপুর মোড় পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল ছিল। এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর অটো চলাচল হয়। বজবজ স্টেশনে যাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। কিন্তু রাস্তাটি বিড়লা কোম্পানির অধীন ছিল। তারা এই রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে খুব তৎপরতা কোনও দিনই দেখায়নি। বিধায়ক অশোক দেব ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমন্ত বৈদ্য সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর দ্বারস্থ হন। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী বিড়লা কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে রাস্তাটিকে পূর্ত দফতরের অধীনে আনেন। শ্রীমন্ত বৈদ্য বলেন, আমরা সাংসদের কাছে কৃতজ্ঞ, মানুষের দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা মিটতে চলেছে। এই রাস্তা প্রসারণ করে নুতন রূপে সংস্কার করা হবে। তারই উদ্বোধন হল।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমার আঘাতে জখম কর্মী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই আবার বোমাবাজী তে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খেড়িয়াতে। গুরুতর জখম অবস্থায় সুকান্ত কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সামাউল মোল্লা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে এদিন রাতে সামাউল ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে পার্টির আলোচনা নিয়ে বচসা হয়।অভিযোগ সেই সময় আচমকা রাত আটটার সময় জনা ১৫–২০ যুব তৃণমূল কর্মী সাইফুল মোল্লার নেতৃত্বে খেড়িয়া এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজী শুরু করে।

বাড়ির পাশেই বোমা মারায় সামাউলদের খড়ের গাদায় আগুন ধরে যায়। সেই আগুন নিভাতে গেলে সামাউল কে লক্ষ্য করে বোমা মারে যুব তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সামাউলের মুখে বোমার আঘাত লাগলে চিৎকার করে মাটিতে পড়ে যায়। আরো অভিযোগ এলাকা মুড়িমুড়কির মতো প্রায় ১৩ বোমা চার্জ করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়।সামাউলের পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী ব্লকের মূল তৃণমূল সংগঠনের নেতা মন্টু গাজী বলেন, এলাকায় কোনও ভাবে শান্তি ফিরতে দিচ্ছে না। বিভিন্ন পারিবারিক ঘটনায় তৃণমূলের জার্সি পরে আরএসপি,সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী এলাকায় সাধারণ মানুষের উপর গোলাগুলি,বোমাবাজী করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। তিনি আরো বলেন তৃণমূল দল টাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য পূর্বপরিকল্পিত ভাবে এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে।

অন্যদিকে স্থানীয় যুব তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দাবী জামিয়েছেন বাসন্তী খড়িমাচান এলাকায় এক যুব তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুন করেছে। তারপর দিন আবার এক যুবকর্মীর বাড়িতে বোমাবাজী করেছে। সেই দোষ চাপা দিতে নিজেরাই বোমাবাজী করে যুবসংগঠন কে দোষারোপ নিজেদের দোষ ঢাকা দিতে চাইছে। অন্যদিকে বোমাবাজীর খবর পেয়ে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। যদিও এই ঘটনা কে বা কারা ঘটিয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নাবালিকা উদ্ধার গ্রেফতার পাচারকারী

অরিজিৎ মণ্ডল : নিখোঁজ হওয়ার ৩ মাস পর দিল্লির গাজিয়াবাদ থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে পাচারকারীকে গ্রেফতার করে বড়সড় সাফল্য পুলিশের। জানা যায়, গত ৩ মাস আগে মগরাহাট থানা এলাকার একাদশ শ্রেণীর নাবালিকা ছাত্রী নিখোঁজ হয়। এরপর পরিবারের লোকজন মগরাহাট থানার দ্বারস্থ হন। ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ ৩ মাস পর দিল্লির গাজিয়াবাদ থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

পুলিশের দাবি, গত ৩ মাস আগে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং–এর মাধ্যমে রফিকুলের সঙ্গে আলাপ হয় ওই নাবালিকা ছাত্রীর এরপরই আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে এক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রফিকুল বারে বারে ওই নাবালিকা ছাত্রীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিত। এরপর নকল কাজী সাজিয়ে বিয়ে করে নাবালিকা ছাত্রীকে। বিয়ের পর কিছুদিন কলকাতায় গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও নাবালিকা ছাত্রীকে নিয়ে সে পালিয়ে যায় দিল্লির গাজিয়াবাদে।

এরপর সেই নাবালিকা ছাত্রীকে বিক্রি করে দেব বলে প্ল্যান করেছিল ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকার বাসুলডাঙার বাসিন্দা রফিকুল পুরকাইত। পরে সেই নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে মগরাহাট থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে তাদের হাতে আসতে থাকে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। গত ১৮ তারিখ সকালে রফিকুল ডায়মন্ডহারবার নিবাসী আরও একটি নাবালিকা মহিলাকে ঠিক একইভাবে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দিল্লিতে।

এরপরই পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করে হটোর স্টেশনের বাইরে বাজার থেকে এবং তারপরই ওই নাবালিকার হদিশ পায়। সেই মতো দিল্লির গাজিয়াবাদ থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের আরও দাবি একাধিক নারী পাচারে হাত রয়েছে অভিযুক্ত যুবক রফিকুলের।

বোমাবর্ষণ বাসন্তীতে, গুরুতর জখম মূকবধীর শিশুকন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : শুক্রবার রাতে বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নং খড়িমাচান এলাকায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন স্থানীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী রহিম সেখ। ঘটনার পর থেকেই এলাকা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রচুর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘটনার পর রহিম সেখ খুনের অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে গতকাল বাসন্তীর শিমুলতলা এলাকায় রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষ। এরপর বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে বিক্ষোভ তুলে দেন এবং তারপর তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। আর এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার দুপুরে শিমূলতলা চৌমাথায় রাস্তার পাশে কুতুব মল্লিকের দুটি দোকানে তান্ডব চালিয়ে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার পর আবার শনিবার ভোররাতে আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলতলা চৌমাথায় পেশায় অটো চালক কুতুব মল্লিকের বাড়ি লক্ষ্য করে একাধিক বোমা বর্ষণ শুরু হয়। দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হয় বছর ছয়েকের শিশু কন্যা রুবাইয়া মল্লিক। কুতুব মল্লিকের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ শনিবার ভোর রাতে ঘরের মধ্যে কুতুবের স্ত্রী হাফিজা মল্লিক ও তার দুই শিশু কন্যা রুবাইয়া, রুকসানা ও এক শিশুপুত্র হাফিজ মল্লিককে সাথে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন বিছানায়। ভোররাতে মসজিদের নমাজ শেষ হওয়ার আগেই জনা কুড়ি দুষ্কৃতী কুতুবের বাড়ির পিছন থেকে আক্রমণ করে মুড়ি মুড়কির মতো বোমা মারতে থাকে। বোমার আঘাতে বাড়ি দেওয়াল ফাটল ধরে যায়,পাশাপাশি ঘরের অ্যাসবেসটসও ভেঙে যায়। বাড়িতে বোমা পড়েছে বুঝতে পেরে কুতুবের স্ত্রী তার কোলের শিশু সন্তান হাফিজ মল্লিককে নিয়ে প্রাণ ভয়ে ঘরের মধ্যে থেকে বাইরে পালিয়ে যায়।প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায় শিশু কন্যা রুকসানাও। দুষ্কৃতীরা চলে গেলে খোঁজ হয় হার্টের রোগে আক্রান্ত মূকবধীর ছোট্ট শিশু কন্যা রুবাইয়া মল্লিকের। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির অদূরে একটি পুকুর থেকে বোমার আঘাতে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার হয়। জখম শিশুকে উদ্ধার করে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল এবং সেখান থেকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে আবার সেখান থেকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যায়।বর্তমানে শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী যুব তৃণমূল সংগঠনের নেতা আমানউল্লা লস্কর জানিয়েছেন, এলাকায় মন্টু গাজী ও তার ছেলে রাজা গাজী এলাকায় উত্তেজনা তৈরি করার জন্য বেশকিছু দুষ্কৃতীকে কাজে লাগিয়ে প্রতিনিয়ত বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় উত্তজনার পরিবেশ তৈরি করে অশান্ত করে তুলছে সমগ্র বাসন্তী ব্লককে। এদিনও মন্টু গাজীর লোকজন কুতুব মল্লিকের বাড়িতে একাধিক বোমা মেরে পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের মূল সংগঠনের সভাপতি মন্টু গাজী অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন নিজেদের মধ্যে বোমাবাজী করে এলাকায় অশান্তি তৈরি করছে সব সময়। নিজেরাই বোমাবাজী করে একটা দরিদ্র মানুষের শিশু কে আঘাতপ্রাপ্ত করেছে। এটা দুষ্কৃতীদের পূর্ব পরিকল্পিত। কারণ গত শুক্রবার আমঝাড়া এলাকায় পারিবারিক গন্ডগোলে একজন খুন হয়ে গেলেন। তা নিয়ে বিক্ষোভ অবস্থান করে পুলিশের উপর চড়াও হয়। এরা কি ধরনের রাজনীতি করে তা আমার জানা নেই।হার্টের রোগে আক্রান্ত মূকবধীর একটা ছোট্ট শিশু সহ তার পরিবারের উপর আঘাত হেনে তৃণমূলের নামে অভিযোগ দায়ের করে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ফায়দা তুলতে চাইছে।

কে বা কারা কুতুব মল্লিকের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে মেরেছে বিষয়ে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। অন্যদিকে ঘটনার অভিযোগ জানিয়ে কুতুব মল্লিকের স্ত্রী হাফিজা মল্লিক বাসন্তী থানায় ২৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে।

বিজেপি কার্যালয় ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের জনসভায় যাওয়ার পথে মঙ্গলবার দুপুরে ইলামবাজার বিজেপি কার্যালয়ে ভাঙচুর–এর অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মাঠকরমজা গ্রামে বিজেপি মন্ডল সভাপতি মহ: আলি রেজার ছয় বিঘা জমির ধান এবং চল্লিশ বিঘা জমির খড় আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জমির ধান পুড়ে যায়। রবিবার সকালে ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সোমবার আলি রেজার বাড়িতে যান জেলা সহসভাপতি শুভাশীষ চৌধুরী,স্বরূপরতন সিনহা,মহিলা নেত্রী রশ্মী দে, রূপা মন্ডল সহ বিজেপির এক প্রতিনিধি দল।

উত্তরের আঙিনায়

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: বছরের শেষ দিনে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ওই ব্যাক্তির নাম সুভাষ চক্রবর্তী(৪৫)। তার বাড়ি কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়ি এলাকায়। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার–দিনহাটা রাজ্য সড়কের হরিণচওড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন সুভাষ চক্রবর্তী বাইকে করে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হরিণচওড়া এলাকায় তার বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় একটি গর্তে পড়ে যান। থিক সেই সময় পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ঘটনার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয়। অবরুদ্ধ হয়ে পরে কোচবিহার থেকে দিনহাটা ও মাথাভাঙার যান চলাচল। পরে ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ।পুলিশের তৎপরতায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

২০২০ শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের নতুন অধ্যায়ের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ২০২০ তে নতুন বছরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের সেরা ও স্মরণীয় প্রাপ্তি হতে চলেছে উত্তরীয়া। ২০২০, শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের জন্য একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে।

এর সূচনা হয়েছিল এক সরস্বতী পুজোর দিন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন ক্লাবে এসে উপলব্ধি করেন শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবের সকল সদস্যদের জন্য বর্তমানের ক্লাব ঘরটি পর্যাপ্ত নয়। সেদিনই তিনি সাংবাদিকদের নতুন ক্লাব ভবন তৈরি করে দেওয়ার কথা দেন। তাঁর উদ্যোগেই আমরা জমি পাই। শুরু হয় নতুন ক্লাব ঘর তৈরির কাজ। রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই ক্লাব ভবন নির্মাণের দায়িত্ব নেয়।

গত ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর শেষ বেলায় দাঁড়িয়ে বলা যেতেই পারে ক্লাব ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। আশা করা যাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হবে। শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাব পরিচালন সমিতি তার সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানায়। সদস্যদের সহযোগিতা ছাড়া দ্রুততার সঙ্গে ক্লাব ভবনটি নির্মাণ করা যেত না। সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাতে হয়মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তৎসহ পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। যার কথা না বললেই নয়, তিনি হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রেস অ্যাক্রেডিয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান বিশ্ব মজুমদার। জমি পাওয়া থেকে শুরু করে ক্লাব ভবন নির্মাণের কাজে প্রথম দিন থেকেই তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

জন্মদিনে অনাথদের পাশে নীলোৎপল গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ির ছেলে নীলোৎপল গোস্বামী নিজের জন্মদিনে দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ করলেন। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত নীলোৎপল গোস্বামী বরাবরই একটু অন্যরকমের সাহায্য করতে ভালবাসেন অনাথদের পাশে দাঁড়াতে চান সবার জন্য কাজ করতে চান,আজ উনত্রিশতম জন্মদিনটা তাই অনাথ অসহায়দের সঙ্গে কাটাতে চান.আজ সকালে নিউ জলপাইগুড়ি এবং তৎ সংলগ্ন জায়গায় গরিবদের মধ্যে খাবার বিতরণ করলেন এবং তাদের হাতে তুলে দিলেন গরম পোশাক এবং তাদের কাছ থেকে নিলেন আশীর্বাদ,এনজেপি স্টেশন সাক্ষী থাকল এক সুন্দর মুহুর্তের।

মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল ডিস্ট্রিবিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

ব্রজেশ্বর রায়, দিনহাটা : মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দিল দিনহাটা ডিস্ট্রিবিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দুপুরে ডিস্ট্রিবিউটর ওয়েলফেয়ার অফিসের সামনে থেকে এই মিছিল বের হয় ।এই মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ ও মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিনের বিক্ষোভও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন, ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী, দিনহাটা ডিস্ট্রিবিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, অংকুর পাল, সম্পাদক অশোক পাল সহ সকল স্তরের ব্যবসায়ীগণ।

এদিনের এই ডেপুটেশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডিস্ট্রিবিউশনের সম্পাদক অশোক পাল বলেন, দিনহাটায় যেভাবে বহুজাতিক সংস্থা ও অনলাইনে রমরমিয়ে ব্যবসা করছে তারা কম দামে জিনিস বিক্রি করছে, কেনা দামের থেকে কম দামে ওরা জিনিস বিক্রি করছে অথচ আমরা ন্যায্য দামে জিনিস বিক্রি করতে পারছি না। এই বহুজাতিক সংস্থা ও অনলাইন ব্যবসার বিরুদ্ধে সারা উত্তরবঙ্গের সাথে আমরাও দিনহাটার ডিউটি স্টার্ট অফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

নাগরিকত্ব আইনের ভুল ব্যাখ্যা করছে তৃণমূল ঃ মুকুল রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল গোটা দেশে অস্থিরতা সৃস্টি করতে চাইছে। ক্যা নিয়ে এ রাজ্যে যা হয়েছে তা আসলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা মমতা ব্যানার্জির মদতে এরাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। কেন্দ্রীয় নাগরিকত্ব আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে রাজনৈতিকভাবে অভিসন্ধি করছে তৃণমূল। এই আইনে কোথাও বলা নেই নাগরিকত্ব হরণ করা হবে। নাগরিকত্ব দেবার জন্যই এই আইন তৈরি করা হয়েছে বলে জানান বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মুকুল রায়।

সোমবার দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে কোচবিহারে আসেন তিনি। এখানে এসে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন মুকুলবাবু। এদিন মুখ্যত তার নেতৃত্বেই কোচবিহার শহরে অভিনন্দন যাত্রা করে বিজেপি। এদিন কয়েক সহস্র মানুষের উপস্থিতিতে তাদের এই অভিনন্দন যাত্রা কার্যত আলোড়ন ফেলে দেয় কোচবিহার শহরে। এদিন প্রায় ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের জাতীয় পতাকা নিয়ে অভিনন্দন যাত্রায় হাঁটতে দেখা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। পুলিশ অনুমতি না দিলেও মানুষকে সাথে নিয়ে এদিন কোচবিহারের রাজপথে দৃপ্ত পদচারণা দেখা যায় বিজেপির নেতা এবং কর্মীদের।

এদিন মুকুলবাবু ছাড়া অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সভানেত্রী মালতি রাভা, লোকসভার সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জন বার্লা সহ অন্যান্যরা। এদিন মুকুল রায় বলেন, এই আইনে সংখ্যালঘুদের আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। দেশ থেকে কোনও নাগরিককে এই আইনের মাধ্যমে বিতাড়িত করা হবে না। অথচ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে এই বাংলার সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। ফেডারেল স্ট্রাকচারের মধ্যে থেকে মমতা ব্যানার্জি সেটাকে ভাঙার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বিজেপি কর্মীদের গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: সোমবার কোচবিহার শহরে বিজেপির মিছিলে যোগদান করতে যাওয়ার সময় বিজেপি কর্মীদের গাড়ি ভাঙচুর সহ মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এদিনই গুরুতর অভিযোগ আনেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি লক্ষ্মী কান্ত বর্মন। তিনি বলেন, তৃণমূল কর্মীরা, মাথাভাঙা কলেজ মোড় সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প এলাকায় ৫ টি গাড়ি আরো ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে।

তবে এই ভাঙচুর ও মারধরের বিষয়ে তৃণমূল নেতা আলিজার রহমান বলেন, এই অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।বিজেপি যে এন আর সি–র সমর্থনে মিছিলে যাচ্ছিলো, সাধারণ মানুষ তার প্রতিরোধ করে।

পদ্মশিবিরের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: জন বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট করার অভিযোগ উঠল এলাকার স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, কোচবিহার ২ নং ব্লকের কালাপানি এলাকায়।অভিযোগ, এনআরসি ও ক্যা–এর সমর্থনে ওই বিজেপি কর্মীরা কিছুদিন আগে মিছিল করে। আর সেই কারণেই স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা ওই বিজেপি কর্মীদের বাড়ির উপর আক্রমণ চালায়। তবে এ বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে অস্বীকার করছে তৃণমূল।এবিষয়ে স্থানীয় আরএসএস নেতা পাপন সরকার বলেন, আমার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে গিয়ে বাড়ির সদস্যদের উপর আক্রমণ ও লুটপাট করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এর পাশাপাশি আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয় তারা।

তিনি আরও বলেন, এনআরসি ও ক্যা–এর সমর্থনে আমি কিছুদিন আগে বিজেপির একটি কর্মসূচিতে অংশ নেই। আমি সহ আর ৬ জন সেখানে অংশ নেওয়ার কারণে আমাদের ৭ বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগকে অস্বীকার করে কোচবিহার ২ নং ব্লকের কনভেনার পরিমল বর্মণ বলেন, গতকাল রাত ১২ টা নাগাদ কালাপানি এলাকায় বিজেপি কর্মীরা আমাদের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও কর্মীদের উপর উপর আক্রমণ করে। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ওই এলাকায় লাগাতার সন্ত্রাস করে চলেছে। বিজেপি নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। ওই ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূলের কোনও কর্মী জড়িত ছিল না। তাদের নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দল ঢাকতে তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে বিজেপি।

গ্রামীণ শিশু ভবিষ্যৎ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: সদ্যোজাত শিশু থেকে শুরু করে সতেরো বছরের কিশোর কিশোরী প্রত্যেকের নিজের নামে এখন সহজেই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। হাকিমপাড়া উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় এই গ্রামীণ শিশু ভবিষ্যৎ প্রকল্পের। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান জি.এস বেদী প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রকল্পের উদযাপন করেন। এদিন জনা ১৫ বাচ্চাদের হাতে পাসবুক তুলে দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে, মাত্র ১০০ টাকায় নিজের নামে খোলা যাবে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট। পাওয়া যাবে ৪% সুদের হার। থাকবে না এটিএম কার্ড ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা।

‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ লেখা পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ লেখা একটি পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো তুফানগঞ্জ শহরে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ণ বর্মণ চৌপথি এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকায় পৌঁছেছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তুফানগঞ্জ পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ণ বর্মণ চৌপথি এলাকার একটি ইলেকট্রিক পোস্টে পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ লেখা একটি পোস্টার দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এই খবর চাউর হতেই এলাকায় ভিড় জমতে শুরু করে সাধারণ মানুষ। প্রথমবারের মতো এ ধরনের ঘটনা ঘটায় স্বভাবতই চরম চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার খবর দেওয়া হয় তুফানগঞ্জ থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এসে পোস্টারটি খুলে নিয়ে যায়। তবে কে বা কারা ওই পোস্টারটি সেখানে লাগিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে তুফানগঞ্জ জুড়ে। অবিলম্বে এই ঘটনার সাথে যুক্ত দোষীদের শাস্তির দাবিতে তুফানগঞ্জ তিন নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষেরা জাতীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হোন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ৪ জানুয়ারি – ১০ জানুয়ারি, ২০২০

আত্মবিস্মৃত বাঙালি

বাঙালির সজাত্যাভিমান নিয়ে বহু সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী একদা নানা কথা বলে গিয়েছেন। বাঙালির সংস্কৃতি, বীরত্ব, ঐতিহ্য বিশ্বজন শ্রদ্ধেয়। এই বাঙালির সঙ্গে সেই বাঙালির পার্থক্য আজ অনেকটাই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সেই বাঙালির মধ্যে কাঁকড়ার সেই গল্প কিয়ৎ পরিমাণে থাকলেও আজকের মতো এতো প্রকট নয়। রাজনীতি সংস্কৃতি সবেতেই যেন এক ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতার কাছে বুদ্ধি মণীষা ক্রমশ পিছু হটছে। সংগ্রাম কিংবা আত্মত্যাগ যে বাংলার ও বাঙালির একদা অহংকার ছিল আজ তা বিজাতীয় ভাব–ভাবনার কারণে ব্যাঙ্গাত্মক ভূমিকায় চিত্রায়িত করা হচ্ছে। এমন কি বাঙালি মনীষী মহাপুরুষদের নিয়ে ইতিহাস বিকৃতিকেও অম্লান বদনে বাঙালি মেনে নেয়, প্রতিবাদের ভাষা আজ শুধু মাত্র গুটি কয় রাজনৈতিক উচ্ছিষ্টসেবী বুদ্ধিজীবীদের পরাকাষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙলার গণমাধ্যম আজ মূলত সেই দিকেই ধাবমান যেদিকে নরকের– ধ্বংসের দ্বার উন্মুক্ত।

এত কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য যে বাঙালি আজ বড়ো অসহায়, আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হয়েছে। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা নয় কিন্তু শিকড়ের ঐতিহ্য হারিয়ে ছিন্নমূল বাঙালি শুধুমাত্র লাভ লোকসানের খতিয়ান নিয়ে টিকে থাকবে কিংবা বিবেক বর্জিত সম্প্রদায় সৃষ্টি করবে তা অত্যন্ত কষ্ট কল্পিত বেদনা। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে ভিন্ন সংস্কৃতি মিলবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু যখন পুরো বাঙালি জাতটাই 'হ্যাপি নিউ ইয়ারের' আকন্ঠ মদ্যপানে ডুবে যাবে যা কিছুদিন আগেও কল্পনার অতীত ছিল। কলকাতা শহরের নানা নামীদামী সুসজ্জিত শপিং মল–এর হোর্ডিং–এ ব্যানারে কোথাও বাংলা ভাষার স্থান হয়নি। দেশের সামনে বাংলার মর্যাদাকে ধূলায় মিশিয়ে দিচ্ছেন বহু রাজনৈতিক নেত্রা নেত্রী শুধুমাত্র ভাষা সন্ত্রাসের দৌলতে। শালীনতা, ভদ্রতা এগুলি বাঙালির জন্মগত অধিকার। অথচ জন্মগত ঐতিহ্য ভুলে জগাখিচুড়ি বাংলায় অশালীন অসংসদীয় শব্দ প্রয়োগ বাঙালি বুদ্ধিজীবীর তথা রাজনীতিকদের নিজস্ব ঘরানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী প্রজন্মের কাছে তারা এমনই নজির সৃষ্টি করে চলেছেন। রাজ্যের উঠতি ছাত্রনেতাদের গলাতেও উঠে আসে অমন কর্কশ ধ্বনি। যা কোনও ভাবেই বাংলা বা বাঙালির হতে পারে না। বাংলার মনীষীদের জীবন অধ্যয়ন ও ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি বর্তমান প্রজন্মের রাজনীতিকদের।

বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নজরুল ইসলাম, নেতাজি প্রমুখ বাঙালি মহামানবদের জীবন সংগ্রাম, জীবন চর্চা জানা হবু রাজনীতিকদের খুবই প্রয়োজন। একদা অতি বাম মার্গী রাজনীতিকরা বাংলার মনীষীদের অপমান করার মধ্যে এক অপার্থিব পৈশাচিক উল্লাস খুঁজে পেত যার পরিণাম ভালো হয়নি। এখনও মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা রাষ্ট্রীয় কিংবা দলীয় স্তরে সঞ্চারণের উদাহরণ বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। আত্মবিস্মৃত বাঙালি শেষে সত্যিই আত্মঘাতী বাঙালি জাতিতে পরিণত হবে এমন সময় উপস্থিত হলে তার দায় বর্তাবে বর্তমান বঙ্গ সংস্কৃতির 'ধারক বাহক' নেতা নেত্রীকূলের।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্মই উপাসনা

সভ্যতা কাহাকে বলে? ভিতরের দেবত্বকে অনুভব করাই সভ্যতা। যখনই সময়পাইবে, তখনইএই ভাবগুলি মনে মনে আবৃত্তি কর এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কর। এরূপ করিলেই সব হইবে। যাহা কিছু ঈশ্বর নয়, তাহা অস্বীকার কর। যাহা কিছু ঈশ্বরভাবান্বিত, তাহা দৃঢ়ভাবে ঘোষণাকর।দিনরাতমনে মনে একথা বল। এইভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞানের আবরণপাতলা হইা যাইবে।

আমি মনুষ্য নই,দেবতা নই, আমিস্ত্রী বা পুরুষ নই, আমার কোন সীমা নাই। আমি চিৎ–স্বরূপ আমি সেই ব্রহ্ম। আমার ক্রোধ বা ঘৃণা নাই, আমার দুঃখ বা সুখ নাই। জন্ম বা মরণ আমার কখনো হয় নাই, কারণ আমি যে জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। হে আমার আত্মা, আমি সেই 'সেহহং'।

নিজেকে দেহভাবশূন্য অনুভব কর। কোন কালে তোমার দেহ ছিল না। ইহা আগাগোড়া কুসংস্কার। দরিদ্র, আর্ত, পদদলিত, অত্যাচারিত, রোগপীড়িত সকলের মধ্যে দিব্য চেতনা জাগাইয়া তোল।

বাহ্যতঃ প্রায় প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর পৃথিবীতে এই প্রকার ভাবতরঙ্গ আসিয়া থাকে। ছোট ছোট তরঙ্গ নানাদিকে উত্থিত হয়, কিন্তু একটি অন্যগুলি গ্রাস করে এবং সমাজকে প্লাবিত করে। যে ভাবতরঙ্গের পিছনে সর্বাধিক চরিত্রবল আছে, তাহাই এইরূপ করিয়া থাকে।

কনফ্যুসিয়স, মুসা, পিথাগোরাস, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মহম্মদ, লুথার, ক্যালভিন ওশিখগুরুগণ এবংথিওসফি, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি সকলেরই অন্তর্নিহিত ভাব দেবত্ব প্রচার করা।

কখনো বলিও না, মানুষ দুর্বল। জ্ঞানযোগ অন্যান্য যোগের মতোই। প্রেমই আদর্শ, প্রেম কোন বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা করে না। প্রেমই ঈশ্বর। সুতরাং এই ভক্তির পথেও আমরা আত্ম–স্বরূপ ভগবানকে লাভ করি। 'সোহহম'। নগর, দেশ, জীব, জগৎকে ভালনা বাসিলে কি ভাবে কাজ করা যায়? বিচারের দ্বারা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব অনুভব করা যায়। নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরা সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজ করুক। এইভাবেই ঈশ্বর অনুভূত হন। কিন্তু একটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিবে, কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করিবে না। জানিও–ধর্ম কোন মতবাদে নাই। আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই ধর্ম, অনুভূতিই ধর্ম।

ফেসবুক বার্তা

আরাধ্য মাকালীর মূর্তির সামনে সাধক বামা।

বিদ্যাসাগরের চলার পথেই স্বামীজির অনুগমন ঘটেছিল

নির্মল গোস্বামী

অসুরকূলে প্রহ্লাদের মতো এদেশে জন্মেছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই। ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হয়ে আজীবন তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে। তাঁর জন্মের পর ২০০ বছর পালন করছি আমরা। ছোট খাঁটো চেহারার মানুষটি বিশাল হৃদয় আর অতুলনীয় মেধা নিয়ে নিজেই একটা প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। জীবিতকালেই তিনি সমগ্র বাংলা তথা উত্তর ভারতে কিংবদন্তি পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে নারী মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছিল রামমোহনের হাত ধরে। সতীদাহ প্রথা রদের মাধ্যমে। তারপরের বিশাল দায়িত্ব বিদ্যাসাগর মশাই বহন করেছিলেন তাঁর বৃষস্কন্ধে। সমাজে বিধবা এবং অবহেলিত নারীদের দুঃসহ জীবনযন্ত্রণাকে আপন বক্ষে ধারণ করেছেন আজীবন। নারীমুক্তি শিক্ষাবিস্তার এবং দুর্দশাগ্রস্থ মানুষদের নির্বিশেষ সাহায্য মূলত এই তিনটি কাজের জন্য তিনি স্মরণীয়, পূজনীয় হয়ে আছেন।

বিদ্যাসাগরের জন্মের ৪৩ বছর পর কলকাতায় জন্ম হয় নরেন্দ্রনাথ দত্তের। প্রতিপত্তিশালী পরিবারে বৈভবের মধ্যে বেড়ে ওঠা নরেন আর পাঁচজনের মতো খেলাধূলা, শরীরচর্চা, গান বাজনা আর তর্কাতর্কি করেই দিন কাটাচ্ছিল। কোনও এক দৈবযোগে দক্ষিণেশ্বরের পাগল ঠাকুরের কৃপাস্পর্শে তিনি বিস্ময় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দে পরিণত হলেন।

এই দুই প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালি সমাজ জীবনে কী ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা আলোচনার বিষয় নয় এখানে। কারণ বহুবার বহু বিদগ্ধজন দ্বারা বহু বিস্তারিতভাবে তা আলোচিত হয়েছে। সমসাময়িক এই দুই ভারত সেরা বাঙালির সম্পর্ক কেমন ছিল তার বিস্তারিত কোনও তথ্য ইতিহাসে নেই। তবে এটা সকলেরই জানা যে পিতৃ বিয়োগের পর বাধ্য হয়ে যখন চাকরির জন্য ঘুরছেন তখন তার হিতাকাঙ্ক্ষীরা স্বামী নিত্যাত্মানন্দজি একদিন বিদ্যাসাগর মশাইকে ধরলেন নরেনের চাকরির জন্য। বিদ্যাসাগর মশাই নরেনকে বৌবাজার হাই স্কুলের হেড মাস্টার করে দেন। স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন বিদ্যাসাগরের জামাই– মূলত তাঁরই বক্র দৃষ্টির প্রভাবে কিছুদিনের মধ্যেই চাকরিটি চলে যায়। অভিযোগ নরেন নাকি ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ক্লাসে পড়াতে পারতেন না। নরেন নিজে ইস্তফা দিয়েছিল কি স্কুল নরেনকে বরখাস্ত করেছিল সে সম্পর্কে কোনও তথ্যই পাওয়া যায় না।

বিদ্যাসাগর মশাই যখন দেহ রাখেন তখন নরেন বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হন নি। ফলে বিবেকানন্দের সম্পর্কে বিদ্যাসাগর কোনও ধারণা আশা করাই বৃথা। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সমাজ সংস্কার, স্ত্রী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ আন্দোলন সব কিছুরই সাক্ষী থেকেছেন। বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকেছেন। অনেক সময় কারও কারও কাছে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। স্বামীজির বাল্য বন্ধু প্রিয়নাথ 'স্বামীজি স্মৃতি' নামে বই লিখেছেন। সেই বইয়ে উল্লেখ আছে যে স্বামীজি একবার ছোটদের কোনও পাঠ্য পুস্তক নেই বলে আক্ষেপ করেন। সেখানে উপস্থিত একজন বিদ্যাসাগরের লেখা বইয়ের কথা বলেন। সেই কথা শুনে স্বামীজি হেসে উঠে মন্তব্য করেন– 'ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য স্বরূপ, গোপাল অতি সুবোধ বালক– ওতে কোনও কাজ হবে না রে। ওতে মন্দ বৈ ভাল হবে না।

শ্রীমা একবার নরেনকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে বিদ্যাসাগর বলেন– আমি ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই বুঝি না, আবার অপরকে কি লেকচার দেব? এই কথা শুনে নরেন বলেন যে এটা বোঝেনি, সে দয়া পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল কবে ছেলেদের বিদ্যা শেখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে বিয়ে করে ছেলেমেয়েদের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝল কেমন করে? যে একটা বোঝে সে সব বোঝে। বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে স্বামীজি কোনও গুরুত্বই দেয়নি। আমরা যদি এইসব ঘটনা থেকে ধরে নিই যে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাজের প্রতি স্বামীজির শুধুই অবজ্ঞা ছিল তাহলে তা হবে একপেশে ধারণা। কারণ আলমোড়ায় নিবেদিতার কাছে একবার স্বামীজি বলেছিলেন, 'রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করেছি'।

এখানে নরেন আর স্বামীজির মধ্যে বোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নরেনের সঙ্গে চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জামাইয়ের সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধিতা করেননি বিদ্যাসাগর। পক্ষান্তরে সেটা সমর্থনের ইঙ্গিতবাহী। তাই হয় তরুণ নরেন এই আঘাতটা অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। তাই এক প্রকার অবজ্ঞার ভাব দেখিয়েছেন কারও কারও কাছে। এখানে বুঝতে হবে নরেন আর পাঁচটা গড়পড়তা যুবকের মতো নয়। যুক্তি আর বিশ্বাসের শক্তিই তাকে চালনা করে। সেই তরুণ বয়স থেকেই একটা কিছু করার তাড়নায় তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন। মনে মনে নিশ্চয় পোষণ করতেন যে একটা কিছু দাগ কেটে যাবেন সমাজের বুকে। তাই বিদ্যাসাগরের কাজকে যদি প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়, তাহলে তাঁর তো করার কিছু থাকে না। বিদ্যাসাগরকেই অনুসরণ করতে হয়। তাই নতুন কিছু করার তাড়নায় তখন নরেন ছটপট করছে– বড় কিছু বিরাট কিছু। তাই যা আছে তাকে তুড়ি মেরে নস্যাৎ করার ধৃষ্টতা তিনিই দেখাতে পারেন। সুতরাং নরেন পর্বের বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তার মতামত নেহাতই তাৎক্ষণিক উপর উপর ভাসাভাসা মতো। গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করা নয়।

আমরা দেখেছি নরেনের গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কত শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। তিনি নিজে গিয়ে বলে এসেছিল যে তিনি সিদ্ধ হয়েই আছেন। তাই তার মন এতো নরম। তাই তার হৃদয় দীন দুঃখীদের জন্য কাঁদে।

বিবেকানন্দের কথায় ঠাকুর ছিলেন 'প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি'। ফলে সেই প্রেমিক আর একজন মানব প্রেমিককে চিনতে ভুল করেননি। কারণ তাঁরা তো একই গোত্রের। পাঁকে কিলবিল করা কলি জীবেদের দুর্দশা থেকে উদ্ধার করার সাধনে ব্রতী হয়েছেন। আর একজন ভাত কাপড়ের অভাবে ক্লিষ্ট মানুষদের দুঃখ ঘোচাবার ভার বহনে অমানষিক পরিশ্রম করে চলেছেন দিন রাত ধরে। একজন আত্মার অবমাননায় ছটপট করেন। আর একজন মানুষের দুঃখের কথা শুনে কেঁদে বুক ভাসায়।

পরের ঘটনা আমরা কমবেশি সকলেই জানি যে নরেন দীক্ষিত হল শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্রে। পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষকে দেখলেন কাছ থেকে। মানুষের ব্যথা বেদনা অভাবকে আপন বুকে অনুভব করলেন। ভারতের দক্ষিণে কুমারী মাতার মন্দিরে কেঁদে বললেন পথ দেখাও মা। গঙ্গার ধ্যানে মগ্ন হলেন। ধ্যানে ভেসে উঠল, গরিব ভারতবাসী, নীচ ভারতবাসী, অভুক্ত ভারতবাসী, নিরক্ষর ভারতবাসীর মুখ। এদের মঙ্গল চাই। নিরন্নের মুখে, আগে দুটি অন্ন তুলে দিতে হবে– তারপর ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা তারা শুনবে। খালি পেটে ধর্ম হয় না। এই বোধটা যখন স্বামীজির মনে এলে তখন সর্বাগ্রে নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কথাই মনে পড়ে ছিল। নিরক্ষর ভারতবাসীর কথা ভাবতে গিয়েও বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ার কথা কারণ তিনিই বাংলাদেশে শিক্ষার আলো জ্বালাবার শলাকা তৈরি করে দিয়ে গেছেন যা থেকে দিকে দিকে শিক্ষার মশাল জ্বালানো যায়। স্বামীজি দেখলেন পুরোহিত সমাজ দ্বারা সৃষ্ট জাতপাতের বন্ধনকে যদি ভাঙা না যায় তাহলে এদের মুক্তি নেই। ছোঁয়াছুয়ি জাতি ভেদের দরুণ মানবাত্মা নিয়তই অপমানিত হচ্ছে– এই বন্ধনের মুক্তি চাই। আর বিদ্যাসাগর কুসংস্কার সমাজেরই বুক থেকে তুলে দেওয়ার জন্য আজীবন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছেন। স্বামীজি যখন বুঝলেন যে নারী মুক্তি ছাড়া সমাজে সর্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব।

যখন মার্গারেটকে এদেশে এনে মেয়েদের জন্য স্কুল করলেন। তখন নিশ্চয়ই একাজে অগ্রজ বিদ্যাসাগরের কথা একবার ভেবেছিলেন। কী কঠিন কাজ করার সাহস বুকে ছিল বিদ্যাসাগরের। বিশাল কাজের ভার অথচ অল্প আয়ু তাই তিনি দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। তাই শেষের বিচারে নিবেদিতার কাছে বললেন রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগর মশাইকে অনুসরণ করেছি। এক মহাত্মা আর এক মহাত্মাকে সম্মান জানাবে এটাই স্বাভাবিক।

কা কা ক্যা ক্যা– কর্কশ ধ্বনি কেন বাজিল রে

অমিতাভ সেন

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে– জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। অযোধ্যা আমাদের কাছে স্বর্গের অপেক্ষাও নান্দনিক। যে কোনও মানুষের কাছে দেশ কোনও ভূখন্ড মাত্র নয়। তার সঙ্গে থাকে ঐতিহ্য পরম্পরা এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক। দেশভাগের পর পদ্মাপারের হিন্দু জনতা তাদের চৌদ্দ পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত ঘরবাড়ি ছেড়ে শালগ্রাম শিলা সম্বল করে যখন গঙ্গার উদ্দেশ্যে অনিশ্চিত ভাগ্যের পথে পা বাড়িয়েছিলেন তাদের সেদিনের মনোবেদনা আজও আমাদের স্পর্শ করে। মাদারিপুরের হাট গোয়ালন্দের ঘাট হয়ে চলে আসার পথেও বহু নারীকে জেহাদি মুসলমানের লালসার শিকার হতে হয়। পরিস্থিতি এতখানি মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায় যে লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কাউকে না জানিয়ে দিল্লি ছেড়ে কলকাতা এসে পুরো সপ্তাহ রাজভবনে কাটিয়েছিলেন। সেনা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পথ দিয়ে উদ্বাস্তু স্রোত আসছে সেই পথ দিয়ে আর্মি কলাম মুভ করবে বিপরীত দিকে। এতে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। ঠিক সেই সময় দিল্লিতে আমরণ অনশনে বসেছিলেন গান্ধিজী। তাঁর ইচ্ছে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে তার দাবি ম০ ৫৫ কোটি টাকা দিতে হবে। কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে বুঝিয়ে উঠতে পারছিলেন না যে পাকিস্তান বৈদেশিক ঋণের এক অংশের দায়িত্ব নিতে চাইছে না অথচ একান্ত ভাণ্ডারে থাবা বসাতে চাইছে। পাকিস্তানের প্রথম দাবি পূরণ হওয়ার পর দ্বিতীয় দাবির জন্য অনশনের পরিবেশ খুঁজছিলেন গান্ধি। এই দাবিটি আরও মারাত্মক : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা করিডর ছেড়ে দিতে হবে। (দ্রষ্টব্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও অমলেশ ত্রিপাঠী জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস।) ক্রিপস মিশন মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যে এতো বিশাল দেশকে দুভাগ করেছিল। শিখ ও হিন্দু প্রধান লাহোর এবং সিন্ধী প্রধান করাচি পাকিস্তানের থাবায় চলে গেল। ভারত সীমান্ত থেকে মাত্রা চার কিমি দূরে গুরু নানকের জন্মস্থান কর্তারপুর আমাদের ভূখণ্ডে রইলো না। ধর্মপ্রাণ শিখ ও হিন্দুদের এপাড় থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে নানাকানা সাহিব দর্শন করতে হতো। ৭২ বছর পর পাকিস্তান করিডর অ্যালাও করেছে। গান্ধিজী আমরণ অনশন পুনরায় শুরু করলে কংগ্রেস নেতৃত্বের উপায় থাকত না পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সেফ করিডর স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া। কারণ ভুলাভাই দেশাই ঘোষণা করে দিয়ে গেছেন : নাৎসীদের মধ্যে হিটলার, কম্যুনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিন এর যা স্থান কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধিজীরও সমান পজিশন। ঠিক এই কারণেই সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি পদে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার পরও কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার প্রয়োজন হয়েছিল। অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পাশে নরেন্দ্র মোদিজির মতো ব্যক্তিত্ব যদি থাকতেন তবে এই দেশটা ভাগই হতো না। না প্রয়োজন হতো CA 1955 না আসতো তার অ্যামেন্ডমেন্ট CAA 2019 না উঠতো অতি কর্কশ ধ্বনি– কা কা ক্যা ক্যা।

কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে! কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে। কাক গীতির কথা ও সুর যাঁর, যিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর (১ কোটি ৮৬ লক্ষ দাম দিয়েছিল সারদা কোম্পানির মালিক সুদীপ্ত সেন; যা দাম অবন ঠাকুর নন্দলালের ছবি বিক্রি করেও আসে না) আধুনা কাঁসর বিশারদ তৃণমূল সুপ্রিমো যে কতোটা জনপ্রিয়তা খুইয়েছেন তা ২০১৯ লোকসভা নির্বাচন বঙ্গজন বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর আগে স্থানীয় দলদাস পুলিশের আশ্রয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে ৩৪% আসনে বিরোধী প্রার্থীদের নমিনেশন ফর্মও ফিল আপ করতে দেওয়া হয়নি। অসংখ্য খুন ধর্ষণ রাহাজানির ঘটনা ঘটেছে। মানুষের মনে ক্ষোভ পঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে, ৪২এর মধ্যে ২২। সাতবছর আগে ডেলো পাহাড়ে সারদা – রোজভ্যালির মালিকদের সঙ্গে ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল, হ্যাং পার্লামেন্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সিট দখল করতে পারলে জোটের মধ্যে গরিষ্ঠ পার্টনার হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার মারে কে! ঠিক যেন কালনেমির লঙ্কাভাগ, আর সে কাজে টাকা জোগাবে পানজি স্কিম। ভারতের নির্বাচক মণ্ডলী বুঝিয়েছিলেন তাঁরা টুকরে টুকরে গ্যাং এর হাতের পুতুল নন। ঝাড়খণ্ড নির্বাচনে ২৬টা সিটে পৃথক ভাবে লড়ে এবং সব কটা আসনে জামানত খোয়াবার পরও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত সোরেনের পাশে টিএমসি সুপ্রিমো, যেন প্রি পোল অ্যালায়েন্স। একই রকম নির্লজ্জ সীতারাম ইয়েচুরি। ভীমা কোরেগাঁও প্লট–এ নরেন্দ্র নিধন স্বপ্নে ৮ কোটি টাকার বন্দুক সন্ধান, এত কাণ্ডের পরও মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ০.৪৩%। পরবর্তী দৃশ্যে উদ্ধব শপথ অনুঠোনে সীতারাম টিভি ক্যামেরার সামনে এমন ব্যস্ততা দেখাচ্ছে যে স্থানটা যেন লেনিনগ্রাদ। রামোঃ রামোঃ!

> **USAতে জনসংখ্যা ২৯ কোটি একা উত্তরপ্রদেশ মা ষষ্ঠীর কৃপায় ৩২ কোটি। সমস্যা খুঁচিয়ে তুলতে সেখানে হামলা চালাচ্ছে প্রিয়াংকা বড্রা। চারলক্ষ কাশ্মিরী হিন্দুর কাছে যাবার সময় পায়নি, খুন হয়ে যাওয়া কয়েক হাজার শিখ পরিবার সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। দেশের সম্পদ যারা ধ্বংস করেছে সেই চার আহত জেহাদির কাছে মুজফফর নগরে পৌঁছে গেছে। তাগিদটা কোথায়?**

ঝুট বোলে কৌয়া কাটে– কলেজ জীবনে একটা হিন্দি ফিলমে এই গানটা শুনেছিলাম। রামলীলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রী সব মিথ্যার পর্দা ফাঁস করে দিয়েছেন। CAA 2019 ভারত মাতা কোনও সন্তান এর নাগরিকতা কেড়ে নেবে না। এ ব্যাপারটা জনগণ আগেই বুঝেছেন। এনআরসি নিয়ে কোনও কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় বলেন নি। চোরের মন বোঁচকার দিকে, ওবেইসি বলছে CAA হচ্ছে NRCর Presursur, এটা এসেছে মানে ওটাও আসবে। এর জবাবে অমিত শা বললেন– জরা শ্বাঁস তো লেনে দিজিয়ে। ট্রিপল তালাক, দফা ৩৭০–র পর রিলিফ তো চাই। এই বাস্তব কথাটাকে বিরেরাধীরা তোড়মোড় করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছে। ডিটেনশন ক্যাম্প যে কয়টি আছে সব বহু পুরনো। এ নিয়ে আগের সংখ্যা আলিপুর বার্তায় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিজাতিতত্বের ওপর আস্থা না রেখে বহু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ ভারত ভূখণ্ডেই রয়ে গেছেন। জিন্নার কন্যা দীনাওয়া দিয়া বাপের পথে পা বাড়ান নি। দিল্লি থেকে যে ডাকোটা বিমান রাওয়ালপিন্ডি গেছিল তার একমাত্র সওয়ার ছিলেন জিন্না সাহেব সঙ্গে সেই কুখ্যাত টাইপ রাইটার যার মাধ্যমে অগুনতি কলাম ছাপিয়ে এদেশ টাকে ভাগ করেছেন। অনেকে মনে করেন জিন্না নিজেও বিশ্বাস করতেন না যে এই অপচেষ্টার মাধ্যমে দেশভাগ করা যাবে। বিশ্বাস করলে ৪৫ সালে নিজের সর্বস্ব বিনিয়োগ করে বম্বের মালাবার হিলস এ অতো বড়ো প্রাসাদ বানাতেন না। আসল সত্যটা আবুল কালাম আজাদ India wins Freedom গ্রন্থে (যার কয়েকটি পাতা তাঁর এন্তেকালের ৫০ বছর পর জনসমক্ষে আনা হয়) আর BBCকে দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকারে জওহরলাল বলেছিল : আমাদের সকলেরই বয়স হয়ে যাচ্ছিল। সবাই হতাশা গ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম, কবেই বা আর ক্ষমতায় আসব! তাই বাধ্য হয়ে দেশভাগ মেনে নিতে হয়েছিল।

বেড়াল কখনও কখনও ঝুলি থেকে বেড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতা, only power, দেশ নয়। মোতিলাল কংগ্রেস সভাপতি (তখন রাষ্ট্রপতি বলা হতো) পদ ছেড়েছিল– ব্যাটাকে ঐ পদে আনতে হবে এই শর্তে। মৃত্যুর আগে মুখ বেঁকে গেছে। অন্য কংগ্রেসীদের নেহরু চেঁচিয়ে বলছে ইন্দু ইন্দু (সূত্র : ইন্দিরা একাদশী– বরুণ সেনগুপ্ত)। অর্থাৎ তখন কংগ্রেসীরা গুংগা গুড়িয়া বলতেন যাকে সে হবে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। কামরাজ প্ল্যান সত্ত্বেও Dynast rule রোখা যায়নি। প্রায় কাছাকাছি সময়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে ইটালিয়ন মহিলার বধূ বেশে আগমন ঘটে। সোনিয়া গান্ধি আসার পর এই পরিবার ও তার পরিমণ্ডলে যতোগুলো মৃত্যু হয় সব অপঘাতে। সঞ্জয়ের শ্বশুর কর্নেল আনন্দ তাঁর ফার্ম হাউসের সামনে। রবার্ট বড্রার বাপখুড়োর কৃতান্ত নাই বা বল্লাম পিটার উসলান (রাশিয়ান চিত্র পরিচালক) এর আপত্তি সত্ত্বেও কে ইন্দিরার শরীর থেকে সিকিউরিটি বর্ম খুলে নিলো রাজধানীর আনাচে কানাচে সে প্রশ্ন ঘোরে। রাজীব সারা জীবনে ১৮২টা জনসভা/Public address করেছে। ১৮১ ক্ষেত্রে সোনিয়া সঙ্গে ছিল। মাত্র পেরামপুদুরে রাজীব গান্ধী একা। আর একটা প্রশ্ন। জেলা লেভেলের সভাপতি কোথাও গেলে সঙ্গে স্থানীয় নেতারা থাকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ রাজীব যখন বিস্ফোরণের মুখে পড়লো তখন রাজ্য বা জেলা নেতারা দূরস্থান অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতিও সঙ্গে নেই। যারা দুর্ভাগ্যক্রমে সহমরণে গেল সবাই অতীব সাধারণ মানুষ। হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দিল প্রিয়ংকা বড্রা। হতভাগ্য মানুষদের উত্তরসুরীরা ক্ষমা করলো কিনা তাতে কী আসে যায়।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালে ১৫০ কোটি টাকার রেল ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। একটা FIR Lodge করা হয়নি। PFI ও SIMI একই ধ্বংস উত্তরপ্রদেশ কর্নাটকেও করেছে। প্রশাসন শক্ত হাতে হাল ধরেছে। আজ আমেরিকা Administrative Officer Fresh Batch উত্তরপ্রদেশ পাঠাচ্ছে Training নিতে কিভাবে যোগীজি বিবিধ সমস্যা মোকাবিলা করে এতো বড়ো রাজ্যকে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। USAতে জনসংখ্যা ২৯ কোটি একা উত্তরপ্রদেশ মা ষষ্ঠীর কৃপায় ৩২ কোটি। সমস্যা খুঁচিয়ে তুলতে সেখানে হামলা চালাচ্ছে প্রিয়াংকা বড্রা। চারলক্ষ কাশ্মিরী হিন্দুর কাছে যাবার সময় পায়নি, খুন হয়ে যাওয়া কয়েক হাজার শিখ পরিবার সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। দেশের সম্পদ যারা ধ্বংস করেছে সেই চার আহত জেহাদির কাছে মুজফফর নগরে পৌঁছে গেছে। তাগিদটা কোথায়? ন্যাশনাল হেরালড মামলা চূড়ান্ত পর্যায়ে। ডিপার্টমেন্ট ইনকাম ট্যাক্স বিশাল অংক রিকভারি করার পথে। গান্ধি পদবীধারীদের জেলে যখন নিয়ে যাবে তখন এই উন্মত্ত জেহাদির পুনরায় ধ্বংস কাজে লিপ্ত হবে। তাগিদ এখানেই। নাটক করতে নেহরু–গান্ধি পরিবার খুবই পারঙ্গম। এমার্জেন্সির পর ইন্দিরার জেল গমন হয়। তিহার যাওয়ার পথে গাড়ি থেকে নেমে একটা সাঁকোর ওপর বসে পড়েছিল। যতোটা সহানুভূতি আদায় করে নেওয়া যায়। আর ৮৫ সালে পুরোপুরি emotional election হয়েছিল– ইন্দিরার শবাধার দেখিয়ে। তৃণমূল নেত্রী যা করে বেড়াচ্ছেন কা কা ক্যা ক্যা সেটা ওনাকেই মানায় কিন্তু তাঁর পেছনে জয় গোস্বামী। ভাবা যায়। সুবোধ সরকার এককালে বুদ্ধবাবুর চাপলুসি করতেন। তবুও সনেট লিখেছিলেন 'শাড়ী'। এখন উত্তরীয় দিয়ে চেয়ার মুছছেন। যাতে মমতার শাড়ীতে ধুলো না লাগে। ছি ছি ছি ছি।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিরাট আশ্রম ছিল করাচিতে– হিন্দু–সিন্ধি–শিখদের মিলন স্থল। প্রায় ৬০ হাজার বই ও পুঁথি ছিল। মহঞ্জোদড়ো–হরপ্পার বহু নিদর্শন যা ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল বহু মানুষের, তাঁরা দান করেছিলেন আশ্রমের মিউজিয়ামে। আর ছিল পেশোয়ার তক্ষশীলা অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা অতি পুরাতন পুঁথির ভাণ্ডার। করাচি সন্নিহিত অঞ্চলে সেদিন ছিল খাটা পায়খানা–সাফাই কর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন কয়েক হাজার তামিল সন্তান। গান্ধিজির প্রতিশ্রুতির তোয়াক্কা না করে দেশ যখন ভাগ হয়ে গেল এই তামিল সাফাই কর্মীরা দুটো জাহাজ ভাড়া করলেন মাদ্রাজে ফিরে আসার জন্য। যেইহেতু এই সন্তানেরাও ছিল মঠের আশ্রিত, প্রশাসনের সন্দেহ হলো স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এদের পরামর্শদাতা। প্রশাসন জেহাদিদের লেলিয়ে দিল। বিশাল মঠ, বিপুল ইনটেলেকচুয়াল কালেকশন নিয়ে পুড়ে খাক; যেমন করে একদিন ধ্বংস হয়েছিল সেকেন্দ্রিয়া এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী কোনওক্রমে ঢাকা এসে ছিলেন বিমান যোগে। জ্ঞানানন্দজী ছিলেন ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ। এক অতি মেধাবী ছাত্রকে তিনি দিয়েছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর জীব সেবার দায়িত্ব। সেদিনের সেবক পরবতীযুগে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের DyGM হয়ে retire করেন। নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত, নব্বই বছরের যুবক। ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির এক আলোচনা সভায় আমি রবীনদার পাশেই বসেছিলাম, সামনে স্বামী বিবেকানন্দের দৃপ্ত ছবি– দুটো হাত বুকের ওপর বাঁধা, দীপ্ত উন্নত মস্তক– যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লিখা/দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলংক তিলক। রবীনদা বলেন, বিবেকানন্দের অরিজিনাল ফটো বেলুড়মঠ স্বামীজির ঘরে আছে, দেখেছ। আমি বললাম– দেখেছি নিশ্চয়, কিন্তু আপনি কি বলতে চাইছেন? রবীনদা বললেন অরিজিন্যাল ফটোর তলায় লেখা আছে– Hindoo Monk of India – পরবর্তীকালের কোনও কপিতে এই পরিচয় বোধক শব্দ নেই।

আমরা আমাদের ইতিহাস বিকৃত করি। তৎকালীন ICS অন্নদাশংকর রায় তাঁর 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি' বইয়ে লিখেছেন কুমিল্লার উকিল কামিনী দত্তগুপ্ত (বামপন্থী) তাঁকে বলেছিলেন নোয়াখালির ঘটনা অতিরঞ্জিত। তেমন কিছু হয়ই নি। অথচ ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির নোয়াখালি সভাপতি ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর 'নোয়াখালির মাটি ও মানুষ' গ্রন্থে অত্যাচারের ঘটনা বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি একজন সাফারার। গান্ধিজী ছাগলের দুধ খেতেন। সে দুটো ছাগলকেই জেহাদিরা কেটে খেয়ে ফেললো। শান্তির দূত গান্ধি সকালে উঠেই বেলেঘাটা চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। জয়, সুবোধ এসব শুনতেও ভয় পায়। পূর্বপুরুষ অনুপস্থিতি রক্তে.... ছি ছি ছি ছি।

স্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ১০ জানুয়ারী সিউড়ি থেকে অন্ডাল স্টেশন বার্ষিক পরিদর্শন করবেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার সুনীত শর্মা। তারই প্রস্তুতি হিসাবে সোমবার সিউড়ি,চিনপাই স্টেশন পরিদর্শন করলেন আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম সুমিত সরকার। প্রথমে সিউড়ি স্টেশন পরিদর্শন করেন ডিআরএম সুমিত সরকার। বেশ কিছু এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ এবং নতুন ট্রেনের দাবি নিয়ে ডিআরএমের সঙ্গে দেখা করেন সিউড়ি শহরের এক প্রতিনিধি দল। ভোর সাড়ে পাঁচটায় সিউড়ি থেকে হাওড়া যাওয়া এবং বিকাল সাড়ে পাঁচটায় হাওড়া থেকে সিউড়ি আসার ট্রেন,আসানসোল মালদা টাউন এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে দৈনিক করার দাবি জানানো হয়। ডিআরএম সাংবাদমাধমকে বলেন, 'কিছু ভালো প্রস্তাব এসেছে সেইগুলি নিশ্চয় আমরা বিবেচনা করবো।' ১০ জানুয়ারি সিউড়ি স্টেশনে একশো ফুট দীর্ঘ জাতীয় পতাকার স্ট্যান্ড উদ্বোধনের জন্য সাংসদ শতাব্দী রায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে রেল। দুপুর ১:৫৬টা নাগাদ বিশেষ ট্রেনে করে চিনপাই স্টেশন আসেন ডিআরএম। সঙ্গে ছিলেন রেল আধিকারিক,আরপিএফ কমীরা। রেল কোয়ার্টার,দিয়াভিং শৌচাগার,শিশু উদ্যান পরিদর্শন করেন ডিআরএম। খাতাপত্র খুঁটিয়ে দেখেন। দুপুর ২:৫৬টা নাগাদ ডিআরএম বিশেষ ট্রেনে করে আসানসোলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। নিরাপত্তা ব্যাবস্থা ছিলো চোখে পড়ার মতো।

গোবরা ক্যানেলে ট্রেনে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার বিকালে গোবরা ক্যানেলের কাছে কানে হেডফোন গুঁজে রেললাইন পেরোনোর সময় মালগাড়ির ধাক্কায় মারা গেলো সুমিত মাহারা নামে এক যুবক। বাড়ি কুলোড়া গ্রামে। ২২ ডিসেম্বর মল্লারপুর ও তারাপীঠ রোড স্টেশনের মাঝে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেলো অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধা।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রামপুরহাট থানার কাবিলপুর মোড়ে ষাট নং জাতীয় সড়কে তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে মৃতদেহ সৎকার করে মাড়গ্রাম থানার পরিহারপুর গ্রামে ফেরার পথে ট্রাক্টরের সঙ্গে ঝাড়খন্ডের পলসা গ্রামের এক গর্ভবতী মহিলাকে রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে আসা টাটাসুমো গাড়ির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে তিনজন এবং রাত্রে হাসপাতালে দুইজন মারা যায়। জখম হয়ে ষোলোজন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতরা হলো পঞ্চানন কোনাই (৬০),তিলক লেট (৬০), মইনুদ্দিন শেখ (১২), আবুল বাসার (৫০), উমর ফারুক (১০)। গর্ভবতী মহিলার বাবা আবুল বাসার এবং দুইভাই মইনুদ্দিন শেখ, উমর ফারুখ মারা যায়। ২৪ ডিসেম্বর জখমদের দেখতে হাসপাতালে যান কৃষিমন্ত্রী আশিস ব্যানার্জী। ২১ ডিসেম্বর পুনুর গ্রামের কাছে লরির ধাক্কায় মারা গেলো সঞ্জীব মুর্মু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্কুটিচালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। দেড়ঘন্টা পর অবরোধ উঠে। কাহারপাড়ায় ১২ই ডিসেম্বর লরির ধাক্কায় মৃত বাইক আরোহী গোলবাব শেখ। বাড়ি পাইকর থানার জানকীনগর গ্রামে। ১৪ ডিসেম্বর নাকপুর চেকপোস্টে লরির ধাক্কায় মৃত দুই। জখম এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিবেকজ্যোতি উৎসব ও কীর্তন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭–২৪ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলির নন্দনকানন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে বিবেকজ্যোতি উৎসব ও কীর্তন মেলা অনুষ্ঠিত হল। উৎসবের সূচনা করেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের মহারাজ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। অঙ্কন, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ছিল নানা ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা ছিল। কীর্তন মেলায় মোট ১৪টি দল অংশগ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ ডঃ তপন কুমার অধিকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বজবজ ২ ব্লকে কৃষি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন বজবজ ২ নম্বর ব্লকে মাটি, কৃষি, উদ্যান পালন, খাদ্য, মৎস্য, কৃষি বিপণন, সমবায় ও প্রাণী সম্পদ মেলা অনুষ্ঠিত হল। ৩০ ডিসেম্বর মেলার দ্বারোদ্ঘাটন করেন জেলার কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সাজাহান মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহ–সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, বিডিও নবকুমার দাস, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পূর্ণিমা হাজারী প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্যে ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ শান্তনু পাল বলেন, সারা বছর কৃষিকাজের স্বার্থে কৃষি দফতর নানা পরিষেবা দিচ্ছে। মেলাতেও কৃষকবন্ধু চেক প্রদান করা হয়। সহ কৃষি অধিকর্তার করণ প্রাঙ্গণে কৃষি দফতরের নানা স্টল করা হয়। প্রতিদিন দুপুরে বিভিন্ন সেমিনার ও সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। সামগ্রিক ভাবে কৃষি মেলা সার্থক হয়ে ওঠে।

যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ ডিসেম্বর যোগাসন অ্যাসোসিয়েশন অব দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উদ্যোগে বাওয়ালি সঞ্চিতা কলাভবনে ৩৪তম জেলা যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হল। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৩৪০জন প্রতিযোগী এসেছিলেন। সফল প্রতিযোগীদের বিকালে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। তিনি যোগের প্রসার ও প্রচারের কথা উল্লেখ করে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, ডাঃ তরুণ রায়, স্বপন রায় প্রমুখ।

প্রশাসনিক কর্তাকে মারধর করার প্রতিবাদে পথে নামলো তৃণমূল

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের যুব সভাপতি সত্যকম পট্টনায়কের উপর হামলা ও মারধরের প্রতিবাদে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল হয়। উল্লেখ্য, সোমবার জঙ্গলমহল উৎসব কে কেন্দ্র করে অশান্তি ছড়িয়েছিলো গোপীবল্লভপুরে। নির্দিষ্ট সময়ে মেলা শুরু করতে গেলে মেলা বন্ধ করে বিডিও কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যরা। বিডিও দেবজিত পাত্র কে ধাক্কাধাক্কি ও মারধর করে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও সভাপতি দানগি সরেন বলে অভিযোগ।এই ঘটনায় গোপীবল্লভপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ব্লক প্রশাসন। পুলিশ এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে। এখনো একজনে আটক করেছে পুলিশ বাকিরা পলাতক।অভিযুক্ত দের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের বিডিও দেবজ্যোতি পাত্রকে হামলার

প্রতিবাদে মিছিলটি ছাতিনাশোল বাজার এলাকা থেকে ব্লক অফিস পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। ব্লক অফিসের সামনে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এদিন প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সভাপতি সত্যরঞ্জন বারিক,পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী সমবায় নিগম লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান সিমল সরেন, গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শঙ্কর হাঁসদা, নয়াগ্রাম ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত, গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি টিঙ্কু পাল সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরা।

এদিন নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু বলেন, বিডিও সাহেব সহ যুব সভাপতির উপর হামলা ও মারধর ঘটনা একটি নিন্দনীয় ঘটনা। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা গণতান্ত্রিক পথে এই প্রতিবাদ মিছিলের মধ্য দিয়ে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সভাপতি সত্যরঞ্জন বারিক বলেন,মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এই জঙ্গলমহল উৎসব ব্লক প্রশাসন এই উৎসবের সমস্ত আয়োজন করেছে। আমরা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদেরকেও বিডিও সাহেব হোয়াটসঅ্যাপে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমাদের সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী। তার সেই জঙ্গলমহল উৎসবকে করতে হবে। এতই যদি আপনাদের দরদ মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কুৎসা করছেন, গালাগালি করছেন আবার বিডিও সাহেবকে মারছেন, আবার বিডিও সাহেবকে নিয়ে ভারত মাতা কি জয় করে মিছিল করে মমতা ব্যানার্জির ফেস্টুনের নিচে বসে উদ্বোধন করবেন লজ্জা লাগে না ? ছিঃ এরকম ঘটনায় আমি ধিক্কার জানাই।

প্রসঙ্গত, জঙ্গলমহল উৎসব কে কেন্দ্র করে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের বিডিও ও যুব সভাপতির উপর হামলা ও মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সদস্যদের বিরুদ্ধে। আজ তারই প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ধিক্কার ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

নাগরিকত্ব বিতর্কে উনিশের হিরো আদালতই ভরসা

প্রথম পাতার পর

২০২০ এমন এক নতুন বছর যেখানে ভারতবর্ষ পিছনে ফেলে এসেছে তিনতালাকের মত অমানবিক প্রথা, কাশ্মীরের বিভেদ, রামমন্দির বাবরি মসজিদ বিতর্ক। গত বছরের দুই হিরো ভারতীয় সংসদ ও সুপ্রীম কোর্টের বুলডোজারে একের পর এক ভেঙে পড়েছে ভোট ব্যাঙ্কের ইমারত। সাম্প্রদায়িক ভোটের আমানত হারিয়ে বিরোধীরা আঁকড়ে ধরেছে নাগরিকত্ব বিল ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর ইস্যু। তাদের ধারণা এই আন্দোলন ফের ফিরিয়ে দিতে পারে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের পুঁজি। ফলে নাগরিকত্ব সংশোধন বিলের কাছে ফিকে হয়ে গিয়েছে দুর্নীতি এমনকি আর্থিক সংকটও। বিরোধীরা জানে এদেশের মুসলিমরা তাদের ভূমিকা নিয়েপ্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার জায়গা নেই। ফলে মোদি –শাহকে কাত করতে এ লড়াই তাদের শেষ লড়াই। হারলে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু দুতরফের সমর্থনই মুছে যাবে চিরতরে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন এই বিলে কারও নাগরিকত্ব হরণের কোন কথা বলা নেই। এটা শুধু তিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিল। তবু বিতর্ক থামাতে রাজী নয় বিরোধীরা। যেসব রাজ্যে ক্ষমতায় বিরোধী শক্তি তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেন তেন প্রকারেন ইস্যুটিকে বাঁচিয়ে রাখার। ফলে রোজই দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের কর্মসূচি চলছে। আর ডি রাজাদের মত যারা ক্ষমতার বাইরে এবং যাদের লোকবল কম তারা ছুটছেন আদালতে।

ভারতের জনগণ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে খুব কাছ থেকে চেনে। তাদের কাছে দেশ আগে। তারা জানে অযথা অশান্তি করে কোনো আইন বদলানো যায় না। রাজনৈতিক নেতারাও ধীরে ধীরে সেই আদালতের দিকেই এগোচ্ছেন। এটাই একমাত্র পথ। মনে রাখতে হবে ২০১৯–এ তিনতালাক নিষিদ্ধ করে ও রামমন্দির–বাবরি মসজিদ বিতর্ক ঘুচিয়ে হিরোর আসনে আদালত। ইতিমধ্যে নাগরিকত্ব নিয়ে বেশ কয়েকটি মামলা আদালতে ঝুলছে। এবার ডি রাজারাও তাকে আরো জমিয়ে তুললেন বলে মনে করছেন জনগণ। শেষ কথা সেই আদালতকেই বলতে হবে।

দুর্ঘটনামুক্ত গঙ্গাসাগর মেলা

প্রথম পাতার পর

১০০টি অডিও মাইকের মাধ্যমে তীর্থযাত্রীদের নানা নির্দেশ ও সচেতন করা হবে। ৭৫ জন জনসাথী 'স্বেচ্ছাসেবক' থাকবেন। যারা নদীপথে তীর্থযাত্রীদের নানা ভাবে সহযোগিতা করবেন। ২টি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, ৪টি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স এবং ১টি হেলিকপ্টার থাকবে, তীর্থযাত্রীদের দ্রুত অন্যত্র স্থানান্তরিত করার জন্য। ১২টি স্যাটেলাইট ফোন থাকছে। ৭০০০ জন স্বেচ্ছাসেবক থাকছেন। ১১টি অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র করা হচ্ছে। সাগরে অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ২৪ ঘন্টা আই সি সি ইউ এবং মর্গের ব্যবস্থা থাকছে। তীর্থযাত্রীদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এবারের গঙ্গাসাগর মেলাকে প্লাস্টিক মুক্ত মেলার পাশাপাশি দুর্ঘটনা মুক্ত মেলা করাও প্রশাসনের কাছে একটা নয়া চ্যালেঞ্জ।

আদিবাসীদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিখিলভারত বনবাসী পঞ্চায়েতের প্রায় হাজার খানেক শবর জনজাতি মানুষের অনুষ্ঠানে এসে লোধা,শবর, আদিবাসী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের অভয় দেন ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ উমা সরেন। প্রাক্তন সাংসদ বলেন দেশের প্রচীনতম অধিবাসী হোলো শবর, আদিবাসীরা। আর তাদেরকেও নাগরিকত্বর প্রমাণ দিতে বলছে বহিরাগত কিছু নেতা। যারা বাইরে থেকে এসেছিলেন একসময় যাদের কে থাকতে দিয়েছিলো এই দেশ, যাদের নাগরিকত্ব দিয়েছিলো এই দেশ। আজ তারাই বলছে নাগরিকত্বর প্রমাণ দিতে হবে? বাইরের লোক কে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে কেনো? শবর,আদিবাসী মানুষ কোনো নাগরিকত্বর প্রমাণ দেবে না। দেশ মা জঙ্গল। মহলের মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব দিয়েছেন। মানুষের বাঁচার অধিকার। দিয়েছেন। স্বপ্ন দেখার অধিকার দিয়েছেন। তাই দেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই জনজাতির নাগরিকত্বের কোনো প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অনুষ্ঠানের শুরুতে শবররা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্র করে ঝাড়গ্রাম শহরে। অনিষ্ঠানে প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ উমা সরেন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর ২ এর বিএমওএইচ ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত। ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি রেখা সোরেন, ঝাড়গ্রামের এসডিপিও সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বরা। তিনশো শবরকে কম্বল প্রদান করা হয়। ছৌ, পাতা, সহ একাধিক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করেন শবর রা।

দাঁইহাটে সেবা সংঘের বর্ষবরণ উৎসব উদযাপন

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: প্রতিবছরের ন্যায় এবারও পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাটের পাতাইহাটে সেবা সংঘের উদ্যোগে সাড়ম্বরে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বর্ষবরণ উৎসব উদযাপিত হল। দু'দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে গত ৩০ ডিসেম্বর স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি আয়োজিত হয়। সেখানে চার জন মহিলা সহ ২৫ জন রক্তদান করেন। এর পাশাপাশি সঙ্গীত, অঙ্কন, নৃত্য, যেমন খুশি সাজো, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বছরের শেষদিন বিকেল থেকে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণ সহ বর্ণাঢ্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এবং রাত বারোটায় নাচগানের মধ্য দিয়ে সংঘের সদস্যদের পাশাপাশি শত শত এলাকাবাসী পুরনো বছর বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। এদিন বিকেলে সংঘের তরফে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শতাধিক দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক উমানাথ ভট্টাচার্য, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য সুনীল কুমার মণ্ডল, সমাজসেবী অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঁইহাটের প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান বিদ্যুতবরণ ভক্ত সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা। সন্ধ্যায় নৃত্য, পুতুলনাটক, আতশবাজির রোশনাই সহ জমজমাট সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বর্ষবরণ উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করতে এলাকাবাসীর পাশাপাশি দূরদূরান্তরের অসংখ্য মানুষ কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করেও ভিড় জমিয়েছিল। সেবা সংঘের সভাপতি পরেশ চন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, সদস্যদের পাশাপাশি অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমরা প্রতিবছর বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। সংঘের কার্যকরী কমিটির সদস্য শ্রীধর ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় মণ্ডল, শিশির কুমার দাশ প্রমুখ বলেন, আমাদের এই দু'দিনের অনুষ্ঠান দেখার জন্য এলাকাবাসী সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। সকলের সহযোগিতায় এবারও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বর্ষবরণ উসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আমরা আপ্লুত।

নীলকমল হাই স্কুলের অনুষ্ঠান

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : হাওড়া জগতবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর নওয়াপাড়া নীলকমল হাই স্কুলের ৮২ তম বার্ষিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার । সকালে প্রভাতফেরির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিনের সূচনা হয় । সারাদিন ধরে চলে বিভিন্ন সংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান । স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় ও তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পাঁচলার বিধায়ক তথা মন্ত্রী গুলশান মল্লিক, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ,বিশ্বজিত সাঁধুখা, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কুশ ঘুকু, বাবলু ঘোষ প্রমুখ । নৃত্য,সঙ্গীত, কবিতা পাঠের মাধ্যমে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্কুলের সকল ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে । এই অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয় ।

Government of West Bengal
Department of Information & Cultural Affairs
'Nabanna' (9th Floor), H.R.B.C. Building,
325, Sarat Chatterjee Road, Mandirtala, Shibpur,
Howrah – 711 102

Department of Information & Culture Affairs invites applications from retired Government Employees for filling up of **30** (thirty) vacant post of U.D.Cs (Upper Division Cleark) in different wings of Information Directorate functioning at Sub–Division and District level i.e., office of the D.I & C.O. & S.D.I & C.O. on contractual basis on a consolidated contractual remuneration of Rs. **12,000**/– as fixed under G.O. No.– **10935**–F(P); Dtd.– **05.12.2011** for a period of **1** (one) year.

The interested condidates should have adequate experience about establishment matters, accounts matters and audit matters and having basic computer knowledge may apply in prescribed format addressed to the District Information & Culture Officer, Department of Information & Culture Affairs in respect of each district in an envelope mentioning the post applied for.

Application in prescribed format along with colour photograph (passport size) and other self attested supportive documents should reach with within **10**th January, **2020** to the concerned District Information & Cultural Officers of the respective district.

For more details please contact O/o, District Information & Cultural Officer of the District and please visit www.egiyebangla.gov.in

Sd/–
Director of Information
& ex–officio Joint Secretary
to the Government of West Bengal

০৩/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০২.০১.২০

Office of the District Magistrate & Collector, Alipore Kolkata
Memo No : **52**/IT/GS Mela–**2020** Dated, Alipore, the **30**th December, **2019**
NOTICE INVITING E–TENDER NO: **17**
Name of Work : DESIGN & DEVELOPMENT OF YAGAYOG APP (ANDROID BASED COMMUNICATION SYSTEM) DURING GS MELA **2020.**
SEHEDULE OF IMPORTANT DATES OF BIDS

PARTICULAR	DATE & TIME
Date of Publication of EOI.	31.12.2019
EOI start Date & time	31/12/2019 at 05.00 pm
EOI end date & time	07/01/2020 from 02.00 pm
Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop box	07/01/2020 up to 03.00 pm
Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section).	07/01/2020 at 04.00 pm
Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section)	07/01/2020 at 05.00 pm

For details please refer to the following website : s**24**pgs.gov.in
For details Contact : **033–24501379**

Sd/–
Additional District Magistrate (L. A)
South **24** Parganas

৫৮৫৪/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/৩১.১২.১৯

Office of the District Magistrate & Collector, Alipore Kolkata
Memo No : **57**/IT/GS Mela–**2020** Dated, Alipore, the **31**th December, **2019**
NOTICE INVITING E–TENDER NO: **18**
Name of Work : INSTALLATION OF VoIP CALLING SYSTEM FOR PUBLIC DURING GS MELA **2020.**
SEHEDULE OF IMPORTANT DATES OF BIDS

PARTICULAR	DATE & TIME
Date of Publication of EOI.	31.12.2019
EOI start Date & time	31/12/2019 at 05.00 pm
EOI end date & time	07/01/2020 from 02.00 pm
Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop box	07/01/2020 up to 03.00 pm
Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section).	07/01/2020 at 04.00 pm
Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section)	07/01/2020 at 05.00 pm

For details please refer to the following website : s**24**pgs.gov.in
For details Contact : **033–24501379**

Sd/–
Additional District Magistrate (L. A)
South **24** Parganas

০২/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০৪.০১.২০

মহানগরে

মনে নেই কোনও সরকারের
শহিদ স্বরাজ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী চরকা শোভিত তেরঙ্গার উত্তোলন করে ঘোষণা করেন স্বাধীনতার। অর্থাৎ প্রথম স্বাধীনতা পায় এই দুই দ্বীপপুঞ্জ এবং সেখানেই তিনি তাঁর বক্তৃতায় ওই দুই দ্বীপপুঞ্জকে শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ নামে নামাঙ্কিত করেন। এরপর আজাদ হিন্দ সরকার গঠন ও অন্যান্য ইতিহাস আমাদেরকে গর্বিত করে যদিও স্বাধীনতার পরে ভারত সরকার কোনও ভাবে শহিদ–স্বরাজ দ্বীপকে মান্যতা দেয়নি। সম্প্রতি বর্তমান ভারত সরকার ওই দ্বীপপুঞ্জের একটি করে দ্বীপকে শহিদ স্বরাজ এবং নেতাজি দ্বীপ নামে নামাঙ্কিত করেন। যদিও উচিত ছিল নেতাজিকে সম্মান জানিয়ে ওই দুটি দ্বীপপুঞ্জের নামই বদল করা।

এদিন সরকার বা তথাকথিত ব্যুরোরা এই ঐতিহাসিক দিনটিকে পালন করে না কিন্তু নেতাজি সারা বিশ্বের পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নন। তাই কিছু দেশ নেতাজি পথ সরণকারী নাগরিক এক প্রদর্শনীর মাধ্যমে পালন করে এই দিনটি। নেতাজি সুভাষ জাগরণ মঞ্চ চিত্রকূট গ্যালারিতে ইতিহাস এবং ছবি এক প্রদর্শনী করে সারাদিন ব্যাপী। আলিপুর বার্তার সম্পাদক তথা নেতাজি বিশেষজ্ঞ ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী এদিন উপস্থিত থেকে বিভিন্ন মানুষের অজানা প্রশ্নের উত্তর দেন। যুব–যুবাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোন। ১৪ এপ্রিল ২০১৯ চেতলা হিন্দ্ সংঘে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়, সেই প্রদর্শনীটিও স্থান পেয়েছিল চিত্রকূট গ্যালারিতে।

সংশোধিত বিপিএল তালিকা প্রকাশ

বরুণ মণ্ডল: কলকাতা পুর এলাকার সংশোধিত নতুন বি পি এল তালিকা গত ২১ ডিসেম্বর প্রকাশ পেয়েছে। কলকাতা পুরসংস্থার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর এক প্রশ্নের মেয়র পারিষদ ইন্দ্রাণী সাহা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২০১৫–র আগে আমাদের যে ড্রাফট লিস্টটি ছিল তাতে 'বিলো প্রপার্টি লাইন' (বি পি এল) তালিকা ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২,৮৯,১২৩টি। মেয়র পারিষদ ইন্দ্রাণী সাহা আরও বলেন, বর্তমানে আমাদের বিপিএল তালিকার সার্ভে প্রতি ওয়ার্ডে করা হয়েছে গত লোকসভা ভোটের আগেই।

সেই বিপিএলের সার্ভের পর যাঁদের নাম দু'বার করে আছে, 'ডুপ্লিকেট' নাম এবং 'মাইগ্রেশন' নাম সেই সংখ্যাটা বাদ দিয়ে ৩৩,৯৩৫ জনের নাম এ পর্যন্ত 'ফিক্সড' করে রাখা হয়েছে। এবং ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষের যে বিপিএল লিস্টটি আছে তার ড্রাফটি আজ ২১ ডিসেম্বর 'পাবলিস্ট' হয়েছে, সেই লিস্টটিতে ১৮,১৮৬টি পরিবারের নাম রয়েছে। সেই হিসাবে দেখতে গেলে বর্তমানে মোট ২,৭৪,১০৪টি পরিবার অর্থাৎ কলকাতা পুর এলাকার জনসংখ্যানুসারে ১২,০৭,০১৯ জন লোকের নাম আছে এবারের প্রকাশিত বি পি এল তালিকায়।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু আরও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে মেয়র পারিষদ ইন্দ্রাণী সাহা জানান, কলকাতা পুর এলাকার সর্বমোট ২৫,৭৯৩ জন বার্ধক্য ভাতা পান আর ৮০ বছরের উর্ধ্বে বার্ধক্য ভাতা পান ২,৯২৪ জন। বিধবাভাতা পান ১৭,৫৯৭ জন। আর প্রতিবন্ধীভাতা পান ৫৪০ জন। আর বর্তমানে বার্ধক্য ভাতা মাসে ৪০০ টাকা। তবে ৮০ বছরের বেশি বয়স্ক হলে মাসে ১০০০ টাকা করে পাবেন। আর যাঁরা মাসে ৪০০ টাকা করে বিধবা ভাতা পেতেন, সেটা বর্তমানে বেড়ে ৬০০ টাকা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা যেটা মাসে ৪০০ টাকা করে ছিল, সেটাও বর্তমানে বেড়ে মাসে ৬০০ টাকা হয়েছে।

কলকাতা স্বাস্থ্যের ব্যয় বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সরাসরি কোনও টাকা কলকাতা পুরসংস্থা পায় না। কলকাতা পুরসংস্থার উপ–মহানাগরিক তথা পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুরপ্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন। অতীনবাবু, দেবাশিসবাবুর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন প্রকল্পে চলতি অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের থেকে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ২৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ২০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। তার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান কখনও কলকাতা পুরসংস্থা সরাসরি পায় না। এন ইউ এইচ এম প্রকল্পে কলকাতা পুরসংস্থার সমস্ত টাকা রাজ্য সরকার থেকে অনুদান পায়। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের এই টাকার অনুপাত হচ্ছে ৬০ : ৪০। প্রসঙ্গত, আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত বেতন দিতে আনুমানিক ব্যয় হবে আরও ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের চলতি অর্থবর্ষে বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ ১৫৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। আর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ব্যয় হয়েচে ৮১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বেতন দিতে আনুমানিক ব্যয় হবে প্রায় ২৮ কোটি টাকা। বাকি ৪৮ কোটি টাকা চলতি উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় হবে। সর্বমোট ৭৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে ব্যয় হবে।

স্বাস্থ্য বান্ধব অনুষ্ঠানে ও পুরস্কার বাবদ কলকাতা পুরসংস্থার সর্ব মোট ব্যয় হয়েছে ৩৪ কোটি টাকা। এতে পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর ব্যয় করেছে ২০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এন ইউ এইচ এম থেকে ব্যয় বরাদ্দ টাকার পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা।

সম্পত্তিকর আদায়ে ভ্রান্ত ধারণা : অতীন ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা প্রদত্ত 'সম্পত্তি কর' প্রদানে একাধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কলকাতার বেশ কিছু সংখ্যক করদাতা তাদের 'সম্পত্তি কর' দিচ্ছেন না। কলকাতা পুরসংস্থার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ কংগ্রেস পুরপ্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায়ের কড়া প্রস্তাব, যে সমস্ত সম্পত্তি করদাতা কর সময় মতো দিচ্ছেন না, অবিলম্বে

তাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়ার সময় আসন্ন কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের। প্রকাশবাবুর বক্তব্য, কলকাতা পুরসংস্থার অধীনস্থ প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ কলকাতাবাসী পুরসংস্থার সম্পত্তিকরের আওতাভুক্ত। তিনি বলেন, আমি বিশেষ সূত্রে জানতে পেরেছি, পুরসংস্থার ৪,৫০০ কোটি টাকা 'সম্পত্তি কর'সহ 'কার পার্কিং', 'বিজ্ঞাপন' ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর আদায় ঠিকমতো হচ্ছে না, যার ফলে কলকাতা মহানগরের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। প্রকাশবাবুর তোলা এই ধরণের প্রস্তাবকে 'ইউ বি কনসার্ন্ড' জানিয়ে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেন, পুরসংস্থার প্রাপ্য বকেয়া যে 'সম্পত্তি কর' পড়ে আছে, সেই করের একের তিন অংশ কেবলই 'ডিসপুটেড কেস' আছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরকারি আইনানুযায়ী 'অ্যাসেসমেন্ট' যে একটা করা হয়, সেটিতেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে পুরসংস্থার একটি বিরোধ তো আছেই। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ওপর বকেয়া আছে।

অতীনবাবু জানান, পুরসংস্থার প্রকৃত 'সম্পত্তি কর' বকেয়ার যে পরিমাণ ইন্টারেস্ট–পেনাল্টি বাদ দিয়ে যদি দেখি, তাহলে যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা পাঁচ হাজার কোটি টাকা হয় না, তা দেড় হাজার থেকে সতেরোশো কোটি টাকা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে সংবাদপত্রে প্রকাশ পুরসংস্থার 'সম্পত্তি কর' একটা বিশাল পরিমাণ বকেয়া আছে। এইটা যে একটা ভ্রান্ত ধারণা। এটা ঠিক নয়। প্রতিটি মহানগরেই 'ডিসপুটেড কেস' থাকে। 'আইনগত জটিলতা' থাকে। 'সম্পত্তি কর' বিষয়ে একটা মামলা হলে, দেওয়ালি কোর্ট থেকে অর্ডার পেলাম, সেখান থেকে তা চলে গেল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। এখান থেকে অর্ডার পেলাম। তা চলে গেল 'হাইকোর্টে'। সেখান থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ডিভিশন বেঞ্চ থেকে অর্ডার পেলাম। সেখান থেকে তা চলে গেল দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে 'সুপ্রিম কোর্টে'। এভাবেই কেসগুলি দীর্ঘদিন ধরে কোর্টে কোর্টে ঘুরছে।

অতীনবাবু বলেন, আপনারা জানেন কেইআইআইপি–কে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং এডিবি টাকা দেয় প্রধান একটি শর্ত যে 'ইউএএ'–এর ক্ষেত্রে এজেন্সিকে নিয়োগ করতে হবে। পুরবাসীকে এই বিষয়ে 'অ্যাওয়ারনেস' করার জন্য। 'ইউএএ' বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা যারা এই 'ইউএএ'–র ওপর দেশের বিভিন্ন শহরে এই বিষয়ে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছে। তারা আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠায় এবং 'পাওয়ার পয়েন্ট' দেখায় অর্থাৎ তারা দেশের বিভিন্ন মহানগরে কীভাবে কাজ করছে তা দেখাতে উৎসাহী। তবে আমরা সেটা দেখব না। আর সংবাদমাধ্যম এসব না বুঝে, তখন লিখে দিল কলকাতা পুরসংস্থা কর আদায় ব্যর্থ। সে জন্যই 'সম্পত্তি কর' আদায়ে বেসরকারি সংস্থাকে নিয়োগ করছে। আর এই সংক্রান্ত আমি একা একা নিতে পারব না, তা সংবাদ মাধ্যমের অভিজ্ঞ প্রতিনিধিরা বুঝলো না। মহানাগরিক সিদ্ধান্তটি নেবেন। মেয়র পরিষদ মিটিং–এ সে সিদ্ধান্ত পেশ হবে। এই প্রস্তাব পুর অধিবেশনে অনুমোদিত হবে। তবেই তো একটা সংস্থা নিয়োগ হবে। তাই আইনসভার সদস্যদের এই ধারণা নিয়ে কখনই চলা যায় না। আমরা কলকাতা পুরসংস্থার 'সম্পত্তি কর' ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার প্রচেষ্টায় রয়েছি। আর আমরা যে বকেয়া 'সম্পত্তি কর' আদায়ে ব্যবস্থা যে নিচ্ছি না, তা কে বলল। আমরা মধ্য কলকাতার অফিস পাড়ার বেশ কয়েকটা বাড়ি 'সিল' করেছি। যাঁরা কর দিচ্ছে না, তাঁদের নোটিশও পাঠানো চলছে। যাঁরা কর দিচ্ছে না, তাঁদের নোটিসও পাঠানো চলছে। মহানাগরিকও এ বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমরা কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে যাঁরা বহু কর বকেয়া রেখেছে, তাঁদের ৫০ শতাংশ সুদ ছাড় আর ৯৯ শতাংশ জরিমানা ছাড়, এটা কলকাতার গরিব–ধনী সবাইকে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনাদের কাছে ত্রুটিপূর্ণ বার্তা যাচ্ছে।

পুরসংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক সহযোগিতার কোনও ত্রুটি নেই। অতীনবাবু জানান, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এবং পুনে এইসব মেট্রোপলিটন মহানগরে কিন্তু 'সুয়্যারেজ চার্জ' ও 'ওয়াটার চার্জ' আলাদা ভাবে দিতে হয়। ফলে ওখানকার করে'র সঙ্গে যদি কলকাতার করে'র তুলনা টানা হয়। তাহলে দেখা যাবে, এখানকার কর অনেক কম। অন্যদিকে, মহানাগরিকের অনুমতি নিয়ে একটা 'স্কিনিং কমিটি' গড়া হয়েছে। মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার এবং বাইরে থেকে দু'জন অর্থনীতিবিদ যাঁরা এ বিষয়ে চর্চা করে, তাদের সহ মোট সাত জনকে এই কমিটিতে সদস্য করা হয়েছে। আমরা ইউএএ–তে কলকাতার সমস্ত সম্পত্তি করদাতাদের যাতে যুক্ত করা যায়, সেজন্যই ওই ফর্মটিকে সরলীকরণ করা হয়েছে। সেটি আগামী 'মেয়র পরিষদের বৈঠকে' অনুমোদন সাপেক্ষ। এবং কর সংক্রান্ত বিষয়ে আরও কিছু সরলীকরণ করা হচ্ছে। যাতে কলকাতাবাসী সহজে 'প্রপার্টি ট্যাক্স' দিতে পারে।

অটিজম চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অটিজম স্পেট্রাম ডিসর্ডার (ASD) একটি জটিল সমস্যা। মানুষ শৈশবেই এই অসুবিধের সম্মুখীন হয়। এর মূলে আছে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কিছু অস্বাভাবিকতা। ফলে রোগীর ব্যবহারগত বিভিন্ন মানসিক ও আচরণগত সমস্যা দেখা যায়। সাধারণ চিকিৎসায় বিভিন্ন থেরাপি ও বিশেষ পদ্ধতিতে পড়াশোনার সাহায্যে এইসব সমস্যার কিছুটা কমানো যায় মাত্র। কেন হয় অটিজম! লাখ টাকার প্রশ্ন। এর কারণ কি বংশগত নাকি বিভিন্ন ভ্যাকসিনের সাইড এফেক্ট? না এই বিতর্কমূলক প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। আবার কোন চিকিৎসা অটিজমের জন্যে ভাল হোমিওপ্যাথি, আধুনিক চিকিৎসা নাকি বিভিন্ন থেরাপির এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এই প্রেক্ষিতে অটিজমের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ প্রণব মল্লিক সাংবাদিক সম্মেলনে অটিজম চিকিৎসায় তাঁর সাফল্যের কথা জানালেন। ডা মল্লিক স্বীকৃত হোমিওপ্যথি ওষুধ ব্যবহারে করেছেন। তাঁর ওষুধ ও চিকিৎসা পরিক্ষিত প্রমাণিত ও সম্পূর্ণ

বিজ্ঞানসম্মত। ডাঃ মল্লিক তাঁর এই নতুন চিকিৎসায় বহু অস্টিটিক বাচ্চার বাবা মায়ের চোখের জল মুছিয়ে মুখে হাসি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অনেক বাচ্চা আবার স্বাভাবিক জীবনের পথে হাঁটতে পারছে। ডাঃ মল্লিক স্বীকার করেন যে তাঁর এই চিকিৎসায় এখনও ১০০ শতাংশ সাফল্য আসেনি। কিছু ব্যর্থতা আছে, কিন্তু আগামী দিনে সাফল্যের হার আরও বাড়বে বলে আশাবাদী। তবে এর জন্যে চিকিৎসার সঙ্গে বাবা মা, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশি ও সমাজের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। হোমিওপ্যথি একটি মূল ধারার বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি। কোহলার সূত্র মেনে হোমিওপ্যাথি ওষুধের প্রতিটি ফোটায় মূল ওষুধের আইসোটোপ থাকে। অটিজমের এই নতুন চিকিৎসায় রোগের ধরণ রোগীর ব্যবহারিক অসঙ্গতি, শারীরিক উপসর্গ ইত্যাদি অনুযায়ী মাল্টিপল ড্রাগ থেরাপির প্রয়োগ করা হয়। এই ধরণের বাচ্চাদের প্রায়ই ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, শ্বাসনালীর অসুখ ও পেটের গোলমালে ভোগে। এই সব সমস্যার চিকিৎসাও একই সঙ্গে করা হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অটিজম সারে। তাই ভাগ্যকে দোষারোপ না করে সঠিক চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে শিশুকে সুস্থ ভবিষ্যৎ উপহার দিন। ৯–১১ জন সুস্থ শিশুর বাবা মা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা সাংবাদিকদের জানান। ডাঃ সাম্য সেনগুপ্ত অটিজমের চিকিৎসা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

অখিল ভারত–তিব্বত কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: জননায়ক 'জয় প্রকাশ নারায়ণ ১৯৫৯ সালের ভারত–তিব্বত সহযোগিত মঞ্চ স্থাপন করেন। কম্যুনিস্ট চিনের আক্রমরেণর প্রেক্ষিতে ১৭ মার্চ ১৯৫৯ তিব্বতের লাসায় তাঁর পোতালা প্যালেস ত্যাগ করে পরম পাবন চতুর্দ্দশ দলাই লামা ভারতে আসেন ও ভারত সরকারের বদান্যতায় হিমাচলের ধর্মশালায় Govt. of Tibet on Exile প্রতিষ্ঠা করেন। সোস্যালিস্ট রামমোনহর লোহিয়া এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। গত বৃহস্পতিবার ভারত তিব্বত সহযোগী সংস্থার ৬০ তম সম্মেলন হয়ে গেল বালিগঞ্জ জি ডিবিড়লা সভাগারে। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। সাধারণ মানুষের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন তিব্বতের PM on Exile বলেন, তিব্বত প্রধানত ঈউং সাং, খাম ও আমাডা প্রদেশে বিভক্ত। ১৯৫০ সালে চিন এখানকার (ইউসাংওখামের) অল্প অংশ দখল করে তিব্বতি স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চল ঘোষণা করে। কালক্রমে সমগ্র তিব্বত। ১২ কোটি তিব্বতীকে হত্যা, ৬ হাজার বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করে সেখানে চিনা সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি তৈরি করে। ভেটো অধিকারের সুযোগ নিয়ে চিন রাষ্ট্রসংঘের কোনও অধিবেশনে তিব্বত প্রসঙ্গ তুলতে দেয়নি। ভারতের জনগণ সর্বদা তিব্বতের সঙ্গে থেকেছে।

প্রথম পর্বের শেষে মাননীয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় বলেন, তিব্বত কখনোই চিনের অঙ্গরাজ্য ছিল না। অতীতে নেপালের রাজকন্যার সঙ্গে তিব্বদের রাজার বিবাহ হয়েছিল। এটাই তিব্বতের সার্বভৌমত্বের প্রমান। হাজার বছর ধরে সেখানকার মানুষ নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাকে অত্যন্ত উচ্চতায় নিয়ে যান। তারা কখনই পেশী শক্তির প্রদর্শন করেন নি, বরং ওঁ মণিপদ্মেহুম' মন্ত্রোচ্চারণ করে ঈশ্বরের আর্শীবাদ বয়ে নিয়ে এসেছেন।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম বক্তা ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত তিনি Spinal desire of Tibetan people কে সম্মান জানান তিব্বতে Lighest metal লিথিয়মের বিপুল ভাণ্ডার আছে। বিমান থেকে সকল শিল্পে লিথিয়ম ধাতুর অনিবার্য ব্যবহার আছে। পৃথিবীর মিষ্ট জলের ভাণ্ডারের ২০%ই রয়েছে চিনে। কম্যুনিস্ট চিনের বিশ্বব্যাপী political call through economic muscle তার মূলে রয়েছে তিব্বতের সম্পদ। আজকে চিনের economi 13 trillion আমেরিকান ডলার, কিন্তু corporate debt 26 Dollar, একদিন চিন implode করবে। হংকং, তিব্বত দুই দেশেই ড্রাগনের থাবা থেকে মুক্ত হবে।

প্রাক্তন পুলিশ কর্তা আর কে হান্ডা বলেছেন, তিব্বতের পূববর্তী লামারা প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের কথা জানতেন না তা নয়। চিনারা নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস ও ভূমক্ষয় করে সমগ্র এশিয়ায় ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনছে। সব নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে প্রতিটি নদীর বহতা শক্তি খতম করে দিচ্ছে। আর্সেনিক সায়ানাইড ও সালফিউরিক এসিড দূষণে সমস্ত কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

> স্বতন্ত্র দলের নেতা এন জি রঙ্গ বলেছিলেন, on the right side of your fore head not a single blade of hair is there. why you carry it on your shoulder. should I chop it?

সারা দিবসের আলোচনায় যে বিষয় গুলো উঠে এলো তা সমগ্র বিশ্বমানের পক্ষে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। তিব্বতের কাছে সেই টেকনোলজি ছিল না যাতে পরিবেশের ক্ষতি না করে ধরণীর গর্ভ থেকে অতি মূল্যবান লিথিয়ম খনিজ উত্তোলন করতে পাররে। সেই গবেষণা ভারতে ছিল। তিব্বতের লামারা ভারতভুক্তির প্রস্তাব করেছিলেন ৪৭ সালের পর। নেহরু রাজী হয়নি (বালুচিস্তানেরও এই দশা হয়েছিল)। এই অপরিণাম দর্শিতার ফলে চিন ভারতের ৩৭০০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে নিয়েছে। জনফিটজেরালভ কেনেডি ভারতকে নিউক্লিয়র সাপ্লাই গ্রুপের সদস্য করে দিয়েছিলেন। নেহরুর নজর তখন ছিল নোবেল শান্তি পুরস্কারের দিকে। নেহরু এনএসজি সদস্যপদ চিনের হাতে তুলে দিয়েছিল। চৌএন লাই পঞ্চশীল পর্বে দিল্লি এসে ম্যাকমোহন লাইন প্রসঙ্গ তুলেছিল এবং একটা proposed রূপ দেখিয়েছিল । টেবিলের ওপর সেই ম্যাপটা রেখে নেহরু নিজেই একটা রুল পেন্সিল দিয়ে ম্যাকমোহন সাহেবের না আঁকা জায়গাটা মার্কিং করতে লাগলো। সেখানে ঐ কাজে অফিসর বেশ কয়েকজন এক্সপার্ট ছিলেন। কিন্তু নেহরু দ্য ডিকটেটর–এর মুখের ওপর কথা বলবে কে? শুধু চৌ নজর করলো নেহরুর হাতের রুল পেনসিলটা ভোঁতা। নেহরুর আঁক কাটা লাইনের কোথাও রেখা ফুটেছে কোথাও ফোটেনি। অরিজিনালটা চৌ নিজের কাছে রেখে ছিল, ভারতের হাতে মাইক্রো ফ্লিম। পরবর্তী কালে সেই অস্ফুট জায়গাগুলো (অরুনাচল তিব্বত সন্নিহিত অনেক স্থান যেমন তাওয়াং, যেখানে নেতাজির আইএনএ এর কোর ইউনিট ছিল) চিন নিজের বলে দাবি করতে লাগলো। দেশ এখন শক্ত মানুষের হাতে। গত পাঁচ বছর ধরে চিনের সঙ্গে সীমান্ত আলোচনা চলছে। আর চিনের উপপ্রধানমন্ত্রী সরকারি ভাবে বলেছেন দুদেশের সীমান্ত সমস্যা সহমতির ভিত্তিতে আজ প্রায় সমাধানের মুখে। কিন্তু সেদিন নেহরুর বক্তব্য কি ছিল? তাওয়াং নিয়ে সংসদে প্রবল বিরোধ হয়েছিল। নেহরু আমতা আমতা করে সাফাই দিয়েছিল... there a blade of grass does not grow– অর্থাৎ ঐ অঞ্চল বরফে ঢাকা আছে একটা ঘাসও গজায় না। সে জায়গা ভারত ভূখন্ডে রাখা না রাখা দুইই সমান। স্বতন্ত্র দলের নেতা এন জি রঙ্গ বলেছিলেন, on the right side of your fore head not a single blade of hair is there. why you carry it on your shoulder. should I chop it? একটা অঙ্গরাজ্য অরুণাচল নিয়ে নেহরুর মনোভব যখন এইরকম তখন তিব্বতের ভাগ্য যে তিমির সেই তিমিরেই। জয়প্রকাশজী, লোহিয়াজী না থাকলে পরম পাবন দলাই লামার ঠাঁই হতো না। নেহরুর কপালে জুটলো না নোবলে শান্তি পুরস্কার, পেলেন চতুর্দশ লামা– সত্য অহিংসার প্রতীক হিসেবে। কনভেনশন আয়োজনকারী সংস্থার পক্ষে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তার চার পাতায় লেখা আছে– ভারত ছিল ২০০ বছর পরাধীন। এ কথা Discovery of India তেও বলা আছে। মাত্র ২০০ বছর ভারতের পরাধীনতার কাল বাস্তবে সেটা ৮০০ বছর। এখানেও কি কোনও Dynest উঁকি মারছে?

BANGARAS
Collection of Bengal Famous Sweets
● Green Chilly Rasgulla
● Rose Rasgulla
● Mango Rasgulla
● Kesar Rasgulla
● Chocolate Rasgulla
Paneer ● Tea Coffee
Lassi ● Milk Packet
Chocolate ● Chips
Cold Drinks ● Ice-Cream
Tok Doi ● Misti Doi
Cell : 8250443296 / 8250443417

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Mob. : +91 97332 62166
SUBHASH JOARDAR
Insurance Advisor, Agent Code : 00585-45A
Life Insurance Corporation of India
D.A.B., SILIGURI
Office :
Gayaram Building 1st Floor
Hill Cart Road (Sevoke More)
Siliguri - 734001, Darjeeling
Resi. :
Bidhan Road
Siliguri, Dist. - Darjeeling
Pin-734001

MAHANANDA SWEETS
Sweets & Snacks Parlour
Jatin Das Sarani. Ashram Para
Siliguri
Mobile : 9641055142 / 8250786437

মাঙ্গলিকী

শীত–সন্ধ্যায় জীবনানন্দ সভাঘরে সেতু–র জমজমাট আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতায় সেতু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ক্রমশই নিজেদের উত্তরণের পথে নিয়ে চলেছেন। গত ২৩ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় সেতুর সম্পাদক উদয় চক্রবর্তী তাঁর স্বাগত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন। মঞ্চে হাজির ছিলেন সেতুর সভাপতি নিমাই মিত্র ও আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক পৃথ্বিরাজ সেন, কবি অজিতেশ নাগ, কবি অভিজিত বেরা ও আবৃত্তি শিল্পী স্বপ্না দে। এছাড়াও বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি / সাহিত্যিকের বিশেষ উপস্থিতিতে সভা ছিল সমুজ্জ্বল – তাহমিনা শিল্পী, শামসুদ্দিন হীরা, মুকুল রায় ও শেখ আব্দুল হক। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছাড়াও এঁদের কবিতা পাঠ, আবৃত্তিতে আসর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের সূচনায় দুই শিশু–কিশোর শিল্পী পর্ণদীপ মণ্ডল ও অরিষা চক্রবর্তী সকলের তারিফ কুড়িয়ে নেন। আবৃত্তি ও স্বরচিত কবিতা পাঠে আরো ছিলেন মৌসুমী রায়, শ্রীলেখা দত্ত, মুক্তা চক্রবর্তী, রমা চক্রবর্তী, নিমাই মিত্র, অরুণ গুহ, মিতা ঘোষ, মিতা চক্রবর্তী গাঙ্গুলী, মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি দাস, জয়ন্ত বাগচী, সুপর্ণা সেনগুপ্ত, বিজন চন্দ, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, শেফালী সরকার, অণিমা বিশ্বাস, নমিতা বিশ্বাস, সুজিত সরকার, কুন্তলা দে, জয় ভট্টাচার্য, সোহিনী ভট্টাচার্য, অলক দত্ত ও উদয় চক্রবর্তী।

আবৃত্তিকার দীপন সেনগুপ্ত এদিন জীবনানন্দের গদ্য লেখার অংশবিশেষ পাঠ করে শোনালেন। গল্প পাঠ করলেন অলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার মণ্ডল। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে গানও পরিবেশিত হল, আশীষ চক্রবর্তী, দেবাশিষ মল্লিক, গীতা অধিকারী, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মালা চন্দ ও মিনু প্রধান মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে টানটান পরিচালনার কৃতিত্বের দাবিদার জয় ভট্টাচার্য ও মুক্তা চক্রবর্তী।

ছবির প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : কলকাতার আইসিসিআর এর বেঙ্গল গ্যালারিতে তিন দিনের এক অনবদ্য ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল গত ২৭ থেকে ২৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। ক্রিয়েটিভ সোলের ৩ য় বার্ষিক এই প্রদর্শনী তে ৩৫ জন শিল্পী তাঁদের ৮৫ টি ছবি নিয়ে হাজির ছিলেন। এই প্রদর্শনীর অন্যতম এক ব্যাতিক্রমী শিল্পী কে খুঁজে পাওয়া গেল, যিনি বাঁধাগতের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্কন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত না হয়েও মূল ধারার চিত্র শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শিল্পীর নাম ময়ূখ চক্রবর্তী। তাঁর আঁকা তিন টি ছবি প্রদর্শনী তে দর্শকদের বিশেষ নজর কেড়েছে। বিশেষ করে তাঁর সৃষ্ট পঞ্চমুখ গনেশ' ছবি টি ছিল অনবদ্য। সাধারণ পড়াশুনার জীবন শেষ করে পেশায় টেক্সটাইল নক্সা করেই তিনি এগিয়ে চলেছেন।

ভালবাসায় ছবি আঁকা শুরু বলে শখেই কোন দিন ছবি আঁকা কে দূরে সরিয়ে রাখেননি। তবে এবারের ই প্রদর্শনী তে তাঁর তিন টি ছবি প্রাধান্য পাওয়ায় তিনি যে বিশেষ উৎসাহী তা তিনি একান্ত সাক্ষাকারে জানালেন। শিল্পী ময়ূখ চক্রবর্তী বক্তব্য ছবি আঁকার ওপর আমার ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক, কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলার এক গ্রামে আমার বাড়ি হওয়ার দরুণ তেমন ভাবে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্কন শিক্ষা আমি পাইনি। ভালোবেসে আমার মনের মত রঙ তুলি দিয়ে কাগজ বা ক্যানভাস রাঙিয়ে তুলতে চেয়েছি। আমার কাজ মানুষের যে ভালো লেগেছে তাতে আমি উৎসাহী, ভবিষ্যতে আরও নিজে কে ছবি আঁকায় নিয়োজিত করতে চাই।

উত্তরপাড়া সাহিত্য সংস্কৃতি শীলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : বাংলা গানের আজকের আয়োজন করেছিল 'উত্তরপাড়া সাহিত্য সংস্কৃতি শীলন কেন্দ্র' তাদের গ্রন্থাগারের অডিটোরিয়ামে গত ১৫ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ডঃ শঙ্কর ঘোষ। শুরুতে বক্তব্য রাখেন ওই কেন্দ্রের সভাপতি অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রীতা দাস মুখার্জি। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছবি গিরি। ড. শঙ্কর ঘোষের অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল 'বাংলা সিনেমার শতবর্ষের গান'। শিল্পী প্রাধান্য দিয়েছিলেন স্বর্ণযুগের বাংলা ছবির গানের ধারাকে। বক্তব্য আর গানে ভরা এই অনুষ্ঠানে শিল্পী বেছে নিয়েছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ সেন, অনিল বাগচি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, মানবেন্দ্র, শ্যামল মিত্র, রাজেন সরকার প্রমুখ স্বনামখ্যাত সুরকারদের সুর করা ছবির গান। সেই তালিকায় ছিল ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম, আমি যে জলসাঘরের, আমাদের ছুটি ছুটি, হরেকৃষ্ণ নাম দিল, বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু, আমি চেয়ে চেয়ে দেকি সারাদিন, লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া প্রভৃতি গানগুলি। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন অরূপ ব্যানার্জী। শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন এই অনুষ্ঠানে। দ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন কাশীনাথ নন্দী। তিনি শোনালেন পুরাতনী গান। মাঝে দুটি গান গাইলেন অরূপ ব্যানার্জী। তাঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিত করলেন পার্থ ব্যানার্জী, যিনি এই সাংস্কৃতিক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক। সমগ্র অনুষ্ঠানের অসাধারণ সঞ্চালনা করলেন মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ড. মন্টুরাম সামন্ত।

শেষ হল চারঘাট বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সাতদিনব্যাপী চারঘাট বইমেলা শেষ হল। উত্তর চব্বিশ পরগনার চারঘাটে নবম বছরের এই বইমেলার শুভ সূচনা হয় সংহতি দৌড়ের মধ্য দিয়ে। এদিন বিকালে ছিল বইয়ের জন্য পদযাত্রা। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ গোস্বামী, চার ঘাট পঞ্চায়েত প্রধান বাসন্তী বিশ্বাস, জীবনমুখী গানের প্রখ্যাত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

দ্বিতীয় দিন ছিল কবি সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, তমালকৃষ্ণ বণিক, অপূর্ব মণ্ডল, বইমেলার অন্যতম পুরোধা ও কবি ভৈরব মিত্র, প্রতাপমোহন চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন মৈত্র, অনুপম কর, অলকানন্দ বসু প্রমুখ। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সামিরুল হকের সুন্দর সঞ্চালনায় কবি সম্মেলনটি বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। এছাড়া মেলার বিভিন্ন দিনে ছিল সংগীত, নৃত্য, ছৌনাচ, বাউল, লোকসঙ্গীত, যাত্রা, নাটক ইত্যাদি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমগ্র বইমেলাটি বিশেষ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রয়াসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার এক মানবিক আবাসিক প্রতিষ্ঠান 'গোবরডাঙা প্রয়াস'–এর ১৭ তম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হল। যে সমস্ত মেয়েদের কারও বাবা নেই, মা নেই, অবহেলিত, এই ধরনের শিশু কন্যাদের এই আবাসিক প্রতিষ্ঠানে রেখে তাদের লেখাপড়া ছাড়াও নাচ, গান, আবৃত্তিতেও যাতে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে এবং অভাবের তাড়নায় যাতে এইসব মেয়েরা যাতে হারিয়ে না যায়–এসবই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। প্রথম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত তাদেরকে মানুষ করা এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরিয়ে দেওয়াও এর উদ্দেশ্য।

গত ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গোবরডাঙা প্রয়াস গোবরডাঙা খাঁটুরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কাছেই অবস্থিত এই আবাসিক প্রতিষ্ঠানটি। এ পর্যন্ত ৪/৫টি মেয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে মূল স্রোতে ফিরে গেছে। সরকারি কোনও সাহায্য না পেয়েও মানুষের আন্তরিক সাহায্য নিয়েই প্রতিষ্ঠানটি চলছে। শিক্ষকতার শ্রীবিন্দু দাস ও সভাপতি রুমা মজুমদার দুজনের শিক্ষকতার সম্পূর্ণ টাকাই এই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত।

উক্ত প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী স্বপ্না রায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষক ও গোবরডাঙার ইতিহাস প্রবক্তা পবিত্র মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ–এর প্রতিষ্ঠাতা দীপককুমার দাঁ, সাংবদিক ও নদী গবেষক সুকুমার মিত্র প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীবিন্দু দাস, আবাসিক মেয়েরাই নাচ গান আবৃত্তি পরিবেশন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি রুমা মজুমদারের সুন্দর সঞ্চালনায় বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

উপাসনা'র পারফরম্যান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ ডিসেম্বর মধ্য কলকাতাস্থিত 'গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট' আয়োজিত 'দ্যা এক্সটিনকশন' শীর্ষক 'পারফরম্যান্স আর্টে'র বক্তব্যটি বিশেষ সময়োচিত তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে ধ্বংসের পথে না হেঁটে সবুজ ফিরিয়ে আনার সংকল্প ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করেছে আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী শিল্পী উপাসনা চট্টোপাধ্যায়। পরম্পরা'র ১৫৫তম এই বার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনীতে এক 'নতুন প্রাণের উদযাপনে'র কথা বলতে চেয়েছেন শিল্পী স্বয়ং। এই ভিন্নধর্মী পরিবেশনায় অধ্যাপক কিরণ কুমার সেন, রূপা পারিদা, অমিত দেবনাথ, অধ্যক্ষ সহ কলেজের সকল সদস্য তাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেনে বলে গণমাধ্যমকে জানায় উপাসনা স্বয়ং।

কোথায় কি?

বেহালার বারিকপাড়া বন্ধুদল ক্লাব এলাকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক বিরাট বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে আগামী ৫ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে। সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

কবি গোবিন্দ পান্তির ৮৭তম জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ ডিসেম্বর স্বরূপনগর বিধানসভার গোবিন্দপুর গ্রামের জনপ্রিয় কবি গোবিন্দ পান্তির ৮৭তম জন্মদিন পালিত হল মহাসমারোহে। মূলত তাঁরই অগণিত গুণগ্রাহী ছাত্রছাত্রীদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় এই জন্মদিন প্রতিবছরই পালিত হয়ে থাকে। উক্ত জন্মোৎসবে এ বছর প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন আরও বর্ষীয়ান জনপ্রিয় কবি সেকালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের ৮৮ বছরের কবি সত্য গুহ।

সভাপতিত্ব করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. পুলিনকৃষ্ণ দাস। এদিন কবি গোবিন্দ পান্তিকে নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও তাঁর প্রিয়জন কবি ও লেখকদের শুভেচ্ছা নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ 'তোমাকে ছুঁলাম' প্রকাশিত হয়। উদ্বোধন করেন কবি সত্য গুহ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে বই, ফুল, মিষ্টি ও পোষাক দিয়ে কবিকে শ্রদ্ধা জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে অনুরাগ সাহিত্য সংস্থার সভাপতি ডাঃ সাইদুর রহমান, 'তোমাকে ছুলাম' গ্রন্থের সম্পাদক জয়ন্ত মণ্ডল সহ কবি লালমোহন বিশ্বাস, জগন্নাথ মণ্ডল প্রমুখকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও সাহিত্যিক ও গবেষক, সংগঠক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, কবি তারাশংকর আচার্য, কবি দেবেশ সরকার, কবি শশাঙ্কশেখর দাস ও সাহিত্যিক অর্চনা দে বিশ্বাসকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সঙ্গীতে সত্যরঞ্জন মণ্ডল (লোক কবি), তুহিনা হক, হেমলীনা দেবনাথ, তপতী সরকার প্রশংসার দাবি রাখে। তাপস মণ্ডলের আবৃত্তি আলাদা মাত্রা আনে।

এছাড়া রুমা সাহা, কল্পনা পাল, উৎপল সরকার। কৃষ্ণর্পিতা বিশ্বাস, ধীরাজ রায়ের কবিতা ও মংলি রহমানের নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আহ্বায়ক আনারুল হক সহ কবি অপূর্ব মণ্ডল, স্বপনকুমার বালার সুন্দর সঞ্চালনায় বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

পড়ুয়াদের গীতা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মায়াপুর ইস্কন মন্দিরের উদ্যোগে ২৮ ডিসেম্বর দুপুর বারোটা থেকে সিউড়ি বেনীমাধব বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের 'গীতা' প্রদান করা হলো। 'গীতা' হলো হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। সর্বানন্দ মহারাজ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত সাংবাদিকদেরও 'গীতা' প্রদান করা হয়। এই মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন জেলাবাসী।

সারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি

হীরালা চন্দ্র : গত ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' উদ্যোগে ও সম্পাদক প্রতাপ সাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় জগন্মাতা শ্রীশ্রী মা সারদাদেবীর ১৬৭তম বর্ষ শুভ ও আবির্ভাব তিথি উৎসব স্তব পাঠ, ভজন, ষোড়োপচারে বিশেষ পূজা ও হোমের মাধ্যমে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। চণ্ডীপাঠ করেন সলিল চক্রবতী ও আদিত্য চক্রবতী। 'করুণাপাথার জননী আমার' সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। স্বামী স্বরুপানন্দ। স্বামী গিরিশানন্দ প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ঝুনু ব্যানার্জী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্রতজিত সেন। শেষে অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

প্রাথমিক প্রতিযোগিতা : ১৯শে জানুয়ারি ও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ২৩শে জানুয়ারি ২০২০

প্রতিযোগিতার স্থান– সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা –৭০০১০৪

সকাল ১১টা – বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০২০ তে)

দুপুর ১টা – বিষয় – রবীন্দ্র সঙ্গীত
বিভাগ –ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত), বিষয় – পূজা পর্যায়/বিভাগ – খ (১৫ বৎসরের উর্দ্ধে সর্ব্বসাধারণ), বিষয় – স্বদেশ পর্যায়।
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

দুপুর ১.৩০ মিঃ – বিষয় – সঙ্গীত, বিভাগ – সর্ব্বসাধারণ – যে কোনো আঙ্গিকের সঙ্গীত পরিবেশন করতে হতে পারে।

বৈকাল ২টা বিষয় – বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় আমাদের ভূমিকা। সময় ৫ মিনিট। বিভাগ সর্বসাধারণ।

বৈকাল ৩টা– বিষয় – যে কোন রুচিশীল নৃত্য, বিভাগ – ক (১২ বৎসর পর্যন্ত), বিভাগ – খ (১২ বৎসরের উর্দ্ধে সর্বসাধারণ)।
যে কোন রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবোন করতে হবে।
(সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি. ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩ শে জানুয়ারী, ২০২০ :–
প্রতিযোগিতার স্থান – সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার

সকাল ১১টা – বিষয় – বসে আঁকো
বিভাগ –ক (৬ বৎসর পর্যন্ত/বিভাগ –খ (৬–এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত), বিভাগ – গ (৯–এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/
বিভাগ – ঘ (১২–এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স ১লা জানুয়ারী, ২০২০–এ)।
আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,

সুধীর নন্দী বিবেক নিতেন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫

দেবাশীষ রায়– কাটোয়া, বর্ধমান – ৯০৮৩৯৭২১৫৫

অরিজিৎ মণ্ডল – ডায়মণ্ডহারবার – ৭০০১৯৯৭২৫৮

আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/৫এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭

মলয় সুর, হুগলি –৮৪২০৩৩২৭৯৬

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগণা – ৯০৫১২০৮৪৬০

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

নিয়মাবলী

১। প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে।
২। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
৩। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।
৪। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী, ২০২০ বৈকাল ৪টায়।
৫। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের ২৩শে জানুয়ারী মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে হবে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

২০২০ মানেই অলিম্পিক্স, প্রস্তুতি কতদূর ভারতের?

অরিঞ্জয় মিত্র

খেলার জগতে ২০২০ মানে প্রথমেই মনে পড়বে ক্রীড়া জগতের মেগা ইভেন্ট অলিম্পিক্সের কথা। এতদিন পর্যন্ত পরিসংখ্যান বলছে অলিম্পিকসের আসরে মূলত দাপট দেখিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ। এইসব দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা নেহাতই খারাপ। এখন অলিম্পিস থেকে দেশে পদক জিতে আনাটাই ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যে এক-আধটা সোনা জুটে গেলেই অনেক। একটা সময় ছিল হকি থেকে ভারতের সোনা পাওয়া ছিল নিশ্চিত। বেশ কয়েকবছর হল সেই রাজত্বে হানা দিচ্ছে পাকিস্তান,দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী দেশ। ভারতের অলিম্পিক হকি জয়ের প্রধান পথের কাঁটা পাকিস্তানের থেকে এই মুহূর্তের ভারতীয় দল অনেকটাই এগিয়ে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার ধ্যানচাঁদদের প্রকৃত উত্তরসূরী এই ভারতীয় হকি টিম হয়ে উঠতে পারে কিনা। একশো তিরিশ কোটির ভারতবাসী চাইছে হকি টিম যেন একটা সোনা এনে দেয় আগামী অলিম্পিক্স থেকে।

এই মুহূর্তে ভারতীয়দের কাছে সবথেকে বড় ইভেন্ট হল ব্যাডমিন্টন। বিশেষ করে আগামী বছরের অলিম্পিক্সে এই জায়গা থেকে সোনাকে পাখির চোখ করা যেতেই পারে। ব্যাডমিন্টনে ভারত এখন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পিভি সিন্ধুর হাতে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীর স্ট্রেট সেট পরাজয়ের পর থেকে এই বিরল সম্মান প্রথমবারের জন্য অর্জন করেছে ভারত। হায়দরাবাদের এই মেয়েটি একটা সময় একই শহরের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার থেকে সবদিক থেকে পিছিয়ে ছিল। পারফরমেন্স ও গ্ল্যামারের বিচারে সবাই তখন সানিয়া বলতে অজ্ঞান। অথচ কচ্ছপের খরগোশকে পিছনে ফেলার মতোই সিন্ধু আজ সানিয়া কেন সকলকেই টপকে গিয়েছেন। এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদও বটে তিনি। ব্যাডমিন্টনে ভারতকে একসময় গর্বিত করেছেন এখনকার বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকনের বাবা প্রকাশ পাড়ুকন। আশির দশকে প্রকাশের অল ইংল্যান্ড টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই ছিল ব্যাডমিন্টনে ভারতের সেরা ঝলক। সেসব কিছুকেই আজ পিছনে ফেলে কিংবদন্তী হয়ে উঠলেন পিভি সিন্ধু। কয়েক মাসেও আগেও বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ছিল ২ নম্বর। সেটাও অচিরে শীর্ষস্থান লাভ করবে বলেই ধারনা বিশেষজ্ঞদের। এখন শুধু অলিম্পিকস আর এশিয়ান গেমসে এই জায়গা ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ পিভির কাছে। ভারতকে বিশ্বের সেরার মঞ্চে স্থাপন করার সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটাই এই মুহূর্তের বড় লক্ষ্য।

হকি,ব্যাডমিন্টন ছাড়া আর যেসব দিকে নজর থাকবে অলিম্পিকসে তা হল টেনিস, , টেবিল টেনিস, বক্সিং, এবং জিমন্যাসটিকস। বাংলার পক্ষে খুশির খবর রিও যাওয়ার বিমানে ভারতীয়দের মধ্যে কতিপয় বাঙালিও স্থান করে নিয়েছিল গতবার। ত্রিপুরার মেয়ে দীপা কর্মকারের নাম এর আগে আমরা প্রথম শুনেছিলাম গত কমনওয়েলথ গেমসের সময়ে। জিমন্যাস্টে দেশকে গর্বিত করে কয়েকটি মেডেল জিতেও নিয়েছে দীপা। দীপার পাশাপাশি টেবল টেনিসের মহিলা বিভাগে মৌমা দাস এবং পুরুষ বিভাগে সৌম্যজিত ঘোষ বাঙলার সবেধন নীলমণি। এদের সঙ্গে আরও একটি নাম অবশ্যই নিতে হবে। তিনি হলেন, ইতিমধ্যেই বক্সিং জগতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া শিবা থাপা। এছাড়া শুটিং, তীরন্দাজ ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের লড়াই এবার নজর রাখতে হবে। টেনিসে সানিয়া-লিয়েন্ডারদের দিকে চোখ থাকবে দেশবাসীর। পুরুষদের হকির পাশাপাশি মহিলা হকি থেকেও এবার পদক আশা করছে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট।

আর মাত্র ৬ মাসের অপেক্ষা। তারপর আরম্ভ হবে এই দুনিয়ার বৃহত্তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর অলিম্পিক্স। প্রাচীনকালে গ্রিস দেশে বিশ্বজনীন ক্রীড়া অলিম্পিক্সের শুরুয়াত হয়। তারপর প্রতি চার বছর অন্তর তা আয়োজিত হয়ে চলেছে। আসলে অলিম্পিকসের মাহাত্ম্যই বোধহয় এটা। যেখানে তাবড় ক্রীড়াবিদরা নিজেদের মেলে ধরতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। তাও আবার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যতা দেখিয়ে পদক জেতা আর দেশের হয়ে জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে সোনা-রূপা গলায় ঝোলানোর মজাটাই আলাদা। এমনিতে অলিম্পিকসের চিরকালীন রীতি হল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াটাই বড় কথা। হার-জিত এসব পরের ব্যাপার। যদিও এখনকার এই যুগে দাঁড়িয়ে কেউ শুধু প্রতিযোগিতার আস্বাদন নিতে আসে তা নয় মোটেই। বরং বেশি করে নজর থাকে কিভাবে দেশকে গৌরবান্বিত করা যাবে গোটা খেলাধুলার দুনিয়ার সামনে।

ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম: প্রশাসনিক কাজের পাশেও যে তাদের অন্য রূপ আছে, গোপীবল্লভপুর থানা আর একবার প্রত্যক্ষ করেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। সমাজসেবার এক অনন্য নজির স্থাপন করল ঝাড়গ্রাম জেলার এই থানাটি। গোপীবল্লভপুর থানার উদ্যোগে বিনামূল্যে কোচিং সেন্টারে প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনা করানো হয়। সেই সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে নয়াবাসান জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠের মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মোট ১২টি খেলার আয়োজন হয়েছিল। খেলার শেষে প্রতিটি খেলার প্রথম স্থান, দ্বিতীয় স্থান ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর থানার আইসি সুদীপ ব্যানার্জি, সাব ইন্সপেক্টর পার্থপ্রতিম দে, তারক নাথ মন্ডল ও অন্যান্য থানার ভিলেজ ভলেন্টিয়ার ও সিভিক ভলেন্টিয়ারা। প্রশাসনের এরূপ মহৎ কাজ দেখে এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে গোপীবল্লভপুরবাসী সাধুবাদ জানিয়েছে।

শেষ হল ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ২৯ টি ব্লক নিয়ে নদী-নালা বেষ্টিত অরণ্য ঘেরা সুন্দরবন। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষের বেশি। সমগ্র সুন্দরবনের বৃহত্তম ফুটবল মাঠ ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স এ সুন্দরবনের বৃহত্তম ফুটবল টুর্নামেন্ট শেষ হল সোমবার।

গত ২২ ডিসেম্বর প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সিংহদুয়ার ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে উত্তম দাস ও পরেশ রাম দাসের উদ্যোগে মিঠাখালি প্রতিলিপি সংঘ আয়োজিত ৪ র্থ বর্ষের আট দলের নকআউট মহাযজ্ঞ ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা করেছিলেন মোহনবাগানের সবুজ তোতা নামে খ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার জোস র‍্যামিরেজ ব্যারোটো।

এদিন ফাইনালে খেলায় মুখোমুখি হয় সাতমুখি প্রিয়া সংঘ ও বেহালা অঙ্কুশ। নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে অমীমাংসিত হয়। পরে ট্রাইব্রেকারে সাতমুখি প্রিয়া সংঘ কে হারিয়ে বেহালা অঙ্কুশ চাঁদমনি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি' ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয় বেহালা অঙ্কুশ।

একঝাঁক দেশি বিদেশি খেলোয়াড়ের উপস্থিতিতে টুর্নামেন্টের সেরা নির্বাচিত হন বেহালা অঙ্কুশ এর খেলোয়াড় আদ্রেজা।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি সহ নগদ দুই লক্ষ ও দেড় লক্ষ টাকা এবং একটি করে বাইক তুলে দেন অন্যতম সদস্য উত্তম দাস।

টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটির সম্পাদক পরেশ রাম দাস বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকার ফুটবল প্রেমী মানুষজনের খেলা দেখে আনন্দ উপভোগ করার ইচ্ছা থাকলেও অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে তাঁরা কলকাতায় খেলা দেখতে যেতে পারেন না। প্রত্যন্ত এই গ্রামে তাঁরা যাতে কলকাতার মতো মাঠে খেলা দেখে আনন্দ পায় তার জন্য এই স্টেডিয়াম ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন।

অন্যদিকে সমগ্র টুর্নামেন্ট টিকিটের উপর লটারি করে ৭০ জন ফুটবল প্রেমী বিজয়ী দর্শকদের কে বাইক,ওয়াশিং মেশিন সহ অন্যান্য পুরষ্কার প্রদান করেন টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। এক সপ্তাহ ধরে চলা এই টুর্নামেন্টে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজর কাড়া,সাথে সাথে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ত্রিশ হাজার ফুটবলপ্রেমী মানুষ দর্শক এদিন ক্যানিং স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন।

সারারাতব্যাপী ক্যরম প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুরারই ক্রীড়াঙ্গন ক্লাবের উদ্যোগে ২৮ ডিসেম্বর বিকাল চারটে থেকে শুরু হয়ে সারারাতব্যাপী নকআউট ক্যরম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। চ্যাম্পিয়ন হয় মানিক এবং কালু। রার্নাস হয় টিটু এবং বেতাব। চ্যাম্পিয়নকে দশহাজার টাকার চেক এবং ট্রফি দেওয়া হয়। রার্নাসকে সাতহাজার টাকার চেক এবং ট্রফি দেওয়া হয়। খেলা দেখতে সাধারণ মানুষজনের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়।

পাকিস্তানে বিভেদের শিকার দানিশ কানেরিয়া

মঞ্জুল উপাধ্যায়: পাকিস্তানে বিদ্বেষ কতটা খারাপ জায়গায় পৌঁছেছে তার হাতেগরম নমুনা এবার পেল পাক ক্রিকেট নিয়ে সেখানকার দ্বিতীয় হিন্দু ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়ার মন্তব্যের পর। দানিশ কানেরিয়া লেগস্পিনার হিসেবে ছিলেন যথেষ্ট সফল। টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটের পরিসংখ্যান সে তথ্য তুলে ধরছে। সেইরকম একজন সফল ক্রিকেটারও সেদেশে নাকি অত্যন্ত নক্কারজনক ব্যবহার পেতেন। এমনটাই অভিযোগ করেছেন দানিশ। তাঁর বক্তব্য, হিন্দু হওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁকে পাক ক্রিকেট দলে দুয়োরাণীর মর্যাদা দেওয়া হত। সবসময় তাঁর ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করা, একসঙ্গে না খাওয়া এরকম চরম খারাপ ব্যবহারের কথা বলেছেন তিনি। তাও দানিশ কিন্তু নিজে থেকে এই প্রসঙ্গ তুলে ধরেন নি। পাকিস্তান ক্রিকেটের কিংবদন্তী পেসার শোয়েব আখতার সম্প্রতি এক ইউ টিউব সাক্ষাতকারে দানিশ কানেরিয়ার প্রতি টিমের অনেকে যে খারাপ ব্যবহার করত সেই অভিযোগ করেন। তারপরেই দানিশ বলেন, শোয়েব ভাইকে ধন্যবাদ। আমার প্রতি যে অন্যায় করা হত দিনের পর দিন সেটাকে সামনে আনার জন্য। একইসঙ্গে কানেরিয়া এও বলেন, তৎকালীন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক, দুরন্ত ব্যাটসম্যান ইউসুফ ইউহানারাও শোয়েব আখতারের মতোই তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যের সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। যদিও পরে ইনজামাম আর ইউসুফ জানিয়েছেন দানিশের কথা সর্ব্বৈ মিথ্যে। ওই সময় এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। পাকিস্তানের কিংবদন্তী ক্রিকেটার আবার একধাপ এগিয়ে বলেন, দানিশ পয়সার জন্য সব কিছু করতে পারে। যদিও জাভেদ মিঁয়াদাদ যে ভারত বিদ্বেষী সেটা এর আগেও বারবার প্রমাণ হয়েছে। তার কথা সেজন্য কেউ সেজন্য আমল দিচ্ছেন না। বরং দাউদের মতো দুষ্কৃতীর নিকট আত্মীয় জাভেদ মিঁয়াদাদের কথার চেয়েও দানিশের এই চরম অভিযোগ নিয়ে উত্তাল সমগ্র ক্রিকেট মহল। এও যেন এক বর্ণ বিদ্বেষ ও জাতি বিদ্বেষের কাহিনি। কানেরিয়া আসলে ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার বলেও মনে করছেন অনেকেই।

ক্রিকেট জুয়ার সঙ্গে একসময় আন্দোলিত হয়েছে এই উপমহাদেশের নাম। শারজা ছিল তৎকালীন বুকিদের এক আদি ঘাটি। মহম্মদ আজহাউদ্দিন, অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকর, শ্রীশান্ত, হান্সি ক্রোনিয়ে থেকে বব উলমার একের পর এক ক্রিকেটারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ক্রিকেট জুয়ার নাম। কলঙ্ক লেপনের পর রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রোনিয়ের মৃত্যু বা পাকিস্তানের ক্রিকেট কোচ বব উলমারের ওয়েস্ট ইন্ডিজের হোটেলে ক্রিকেট বিশ্বকাপ চলাকালীন আকস্মিক মৃত্যু সবের পিছনে দানা বেঁধেছে ঘোরতর রহস্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। প্রকৃত অপরাধী থেকে গিয়েছে অন্তরালে। কথা উঠেছে বেটিং জগতের অন্ধকারময়তা নিয়ে। চর্চা হয়েছে, অনুসন্ধান কমিটি বসেছে। ক্রিকেটারদের পাশাপাশি বেশ কিছু জুয়াড়িও ধরা পড়েছে। শোরগোল উঠেছে প্রচুর। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব কিছুই গড্ডলিকা প্রবাহে পরিণত হয়েছে। বেটিং জগতের সঙ্গে সম্প্রতি আবার নাম জড়িয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক অলরাউন্ডার সাকিব-উল-হাসান এর। শুধু নাম আসাই নয়, সাকিবকে দু বছরের জন্য সাসপেন্ড পর্যন্ত করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল। সাকিবকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে যে জুয়াড়ি সে আবার ভারতীয়। অর্থাৎ এই উপমহাদেশ জুড়ে সন্দেহের সেই দাবানল থেকেই যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাকিবের ক্রিকেটিয় দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছে ক্রিকেট বিশ্ব। সাকিবের ওপর নিষেধাজ্ঞার পর এবার এবার প্রশ্ন উঠছে কানেরিয়ার মতো কোনও বিদ্বেষের শিকার নয়তো বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ক্রিকেটাররা। যদিও সৌম্য সরকার, লিটন দাসদের দেখে সে কথা আদৌ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত সহ উপমহাদেশের কোথাও এমন মনোভাব নেই। যে বিদ্বেষ থেকে গিয়েছে পাক ক্রিকেটে।

টেস্ট ক্রিকেটের বিবর্তন আসবে নয়া বছরে

পাঁচুগোপাল পালিত : ক্রিকেট খেলা নিশ্চিতভাবে ভারতে ধর্মপালনের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। যে খেলা কুক্ষিগত রয়েছে মাত্র কয়েকটি দেশের মধ্যেই। সরকারিভাবে টেস্ট খেলিয়ে দেশের সংখ্যা যত তার অর্ধেক দেশকে বলা চলে সমশক্তিধর ক্রিকেট খেলিয়ে। বাকিরা সব ব্যাকবেঞ্চার্সই থেকে গিয়েছে। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপ জিতলেও এই মুহূর্তে খারাপ পারফরমেন্সের নিরিখে চলে গিয়েছে দ্বিতীয় সারিতে। অন্যদিকে ভারত, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা, এই পাঁচটি দলকেই সেই অর্থে বলা চলে রয়্যাল মর্যাদাপ্রাপ্ত। টেস্ট ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে এই দেশগুলির মধ্যে টেস্ট লিগ চালুর যে পরিকল্পনা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে অভিনব। হয়তো এক্ষেত্রে পরের ধাপে থাকে ৫-৬ টি দেশকে নিয়ে সমান্তরালভাবে আরও একটা সিরিজ হতে পারে। এই টেস্ট ক্রিকেটের লড়াই মূলত গোলাপী বলেই খেলা হবে। অবশ্যই যা হতে পারে দিন-রাত সিরিজের। কিছুদিন আগেই ইডেন গার্ডেনসে ভারতের প্রথম দিন-রাতের গোলাপী টেস্টের আয়োজন ঘটিয়ে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছেন বিসিসিআইয়ের এই মুহূর্তের একাদ্বিতীয়ম ব্যক্তি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এর কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে আরও একটি দিন-রাতের টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেটা ছিল সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ইডেন টেস্টে যেটার অভাব অনুভূত হয়েছে। কারণ, বড্ড একপেশে এই ম্যাচ প্রায় ৩ দিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ দিন আধঘন্টার জন্য খেলা গড়ায় বলে রক্ষা পায় ওদিনের টিকিটটি। কিন্তু এরকম একদিকে ঝুঁকে থাকা টেস্ট সিরিজ না করে সেরা ৫ টি দলের লিগ চালু করলে এই মুহূর্তের সেরা পদক্ষেপ হয়ে উঠবে সেটি। তাছাড়া আরও একটি বিষয় নিয়েও জোরদার চর্চা হচ্ছে ৫ দিনের জায়গায় ৪ দিনের টেস্ট করার। যদিও এই ব্যাপারে ক্রিকেটবোদ্ধারা মোটেই একমত নয়।

ক্রিকেট খেলাকে রাজা-

মহারাজার খেলা বলা হলেও এই জগতেও প্রচুর চমক অপেক্ষা করে থাকে। আর সেই আজগুবি ঘটনা রীতিমতো আলোড়ন তোলে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে। শুধু যে পারফরমেন্সের ওপর এই প্রচারপর্ব চলে তা নয়। অফ দ্য ট্র্যাকও এমন অনেক কিছু ঘটে যা জানার পর সাধারণ খেলাপ্রেমীরা বলে ওঠেন, ' ওরে বাবা এত কিছু ঘটে গেল এর মধ্যে। আমরা কিছু জানতেই পারলাম না।' বস্তুত ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস, ভারোত্তলন, জিমন্যাস্টিক, সাতার, দাবা, ব্যাডমিন্টন সহ নানাবিধ খেলাতেই এমন চোরাগোপ্তা ঘটনার প্রাদুর্ভাব ঘটে। যা শুধু ভাবিয়ে তোলেই না, যাকে বলে একেবারে হইচই ফেলে দেয় সর্বত্র।

এবার না হয় ক্রিকেটীয় জগতের সেই বিস্ময়কর অধ্যায়টি তুলে ধরা যাক। যা নিয়ে ক্রিকেট জগতে একেবারে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তডন বিশ্ব ক্রিকেটে রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন শ্রীলঙ্কার সনৎ জয়সূর্য। মারকুটে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে ছিলেন জয়সূর্য। বলে বলে চার-ছয় মেরে একেবারে মাঠ কাঁপিয়ে দিতেন এই শ্রীলঙ্কান তারকা। সেসময় একটা গুজব বাজারে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে এই ডাকাবুকো ব্যাটসম্যান অনেকটাই বড় মাপের ব্যাট নিয়ে বোলারদের শাসন করছেন। পরে অবশ্য জানা যায় এই অভিযোগ ঠিক নয়। আসলে তখনও প্রকৃত খবর আর ফেক নিউজের মধ্যে অতটা খতিয়ে দেখার চল আসেনি। কোনও কিছু নিয়ে খবর হলে প্রাথমিকভাবে যাচাই না করেই তা নিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে আরম্ভ করত। জয়সূর্যের বেলায় ঠিক এরকমই ঘটেছিল।

যদিও ক্রিকেটের আঙ্গিকে এমন অনেকের বিরুদ্ধেই চওড়া ব্যাট নিয়ে মাঠে নামার অভিযোগ উঠেছে। যা সবক্ষেত্রেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এবং অনেক তারকাও নাকি এই ধরণের বড় মাপের ব্যাটে খেলে বড় রানের ভিত গড়েছেন। ক্রিকেটে ব্যাটের এই অসাম্য দূর করতে এবার সক্রিয় হল ক্রিকেট দুনিয়ার অভিজাত সংস্থা এমসিসি। সম্প্রতি এমসিসি সদস্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট অনুরাগ ঠাকুর (আমন্ত্রিত অতিথি) এবং অন্যদের উপস্থিতিতে ব্যাটের উপযুক্ত মাপ বেঁধে দেওয়ার জন্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি'র কাছে প্রস্তাব পাঠানোর হবে বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে এক শ্রেণির ক্রিকেটার যেভাবে রোবটের মতো ভুরি ভুরি রান তুলছে তা নিশ্চিতভাবে বন্ধ করা যাবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। সভায় ঠিক হয়েছে ব্যাটের ঘনত্বের সীমা ৬৫ মিলিমিটার ও ব্যাটের এজ-এর ঘনত্ব ৪৫ মিলিমিটারে বেঁধে দেওয়ার আর্জি জানানো হচ্ছে আইসিসি'র কাছে। আগে এমসিসি'র বহু সুপারিশ মেনে ক্রিকেটের অনেক নিয়মে পরিবর্তন এসেছে। যদিও আইসিসি তা মেনে নেবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়াও এই বৈঠকে টেস্ট ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে চারদিনের টেস্ট করার জন্য আইসিসি'র কাছে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে চারদিনের টেস্ট কতটা সাকার হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে খোদ বড় তারকা ও কর্তাদের মধ্যেই। যার মধ্যে অনেকেই আবার প্রাক্তনী। তাঁদের মতে টেস্ট ক্রিকেট বরাবর পরম্পরা মেনে অগ্রসর হয়েছে। এরসঙ্গে নিছক খেলা নয়, বনেদিয়ানা ও আভিজাত্যের একটা জায়গা আছে। তার ওপর টেস্ট ক্রিকেটের যে কৌলিন্য আছে তার সঙ্গে অবশ্য পাঁচ দিনের ম্যাচই সঙ্গতিপূর্ণ। এর অন্যথায় হওয়া চট করে সম্ভব নয়। তবে অন্য একদল বলছেন, ক্রিকেট তার নিজস্ব প্রয়োজনে বিভিন্ন বিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানানসই করে তুলেছে। এর অঙ্গ হিসেবেই টেস্ট ক্রিকেটে ডে-নাইট ম্যাচের প্রচলন ঘটেছে। শুধুমাত্র টিপিক্যাল সাদা জার্সি পরে খেলার পরিবর্তে খেলোয়াড়রা টেস্ট খেলতে নামছেন সাদা জার্সি পরে। যাকে অনেকে তুলনা টেনে থাকেন স্কুল ইউনিফর্মের সঙ্গে। সেই আদি রীতি রেওয়াজ দুম করে হঠে যাবে এতটা আশা করছেন না পুরনোপন্থীরা। তবে ভবিষ্যতে ৫ দিনের জায়গায় ৪ দিনের টেস্ট খেলা হতেই পারে বলে অভিমত তাঁদের। যদিও তা নিকটবর্তী না অনেকটাই দূরে সেই নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করেন নি কেউই।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com